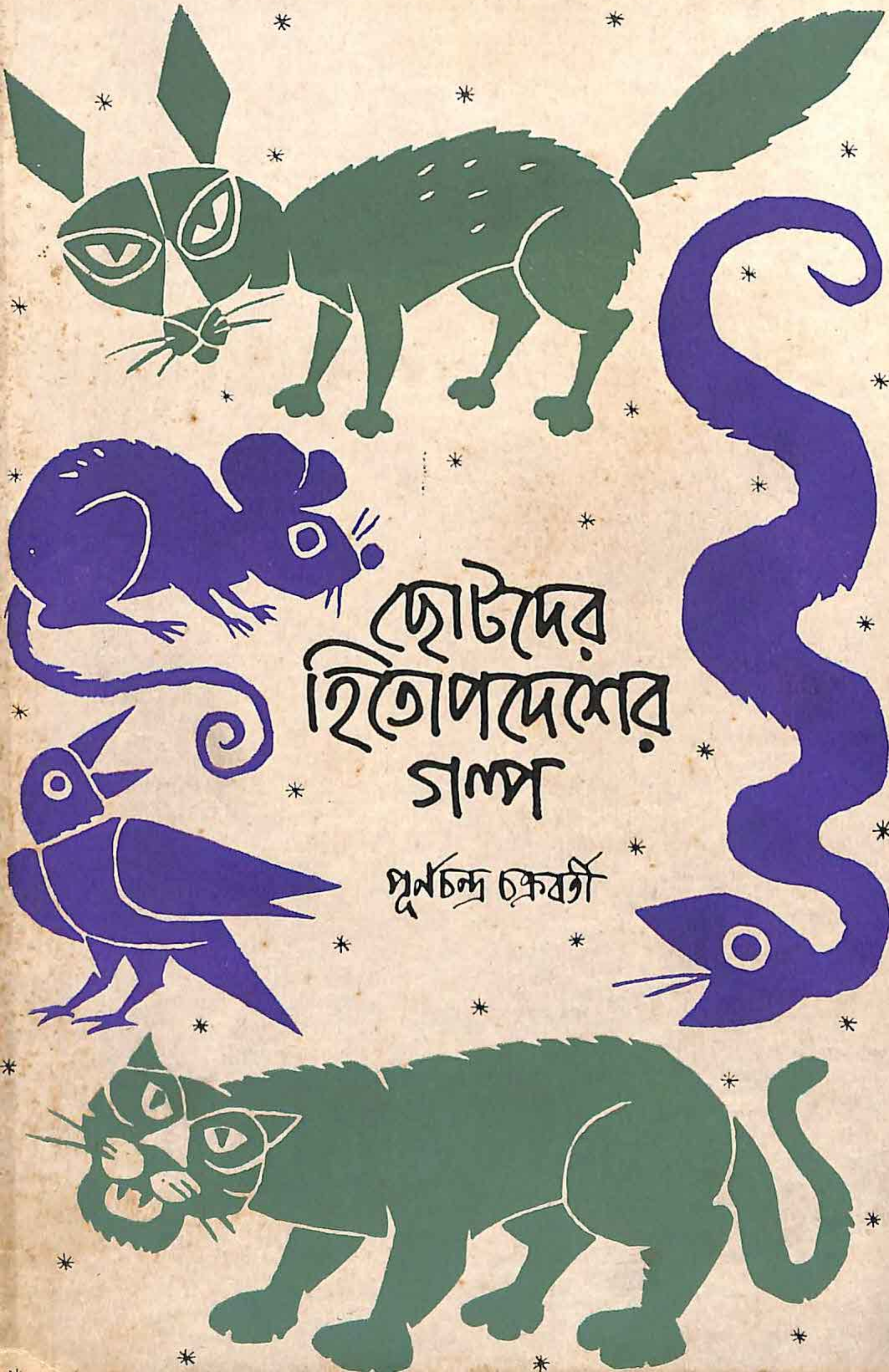
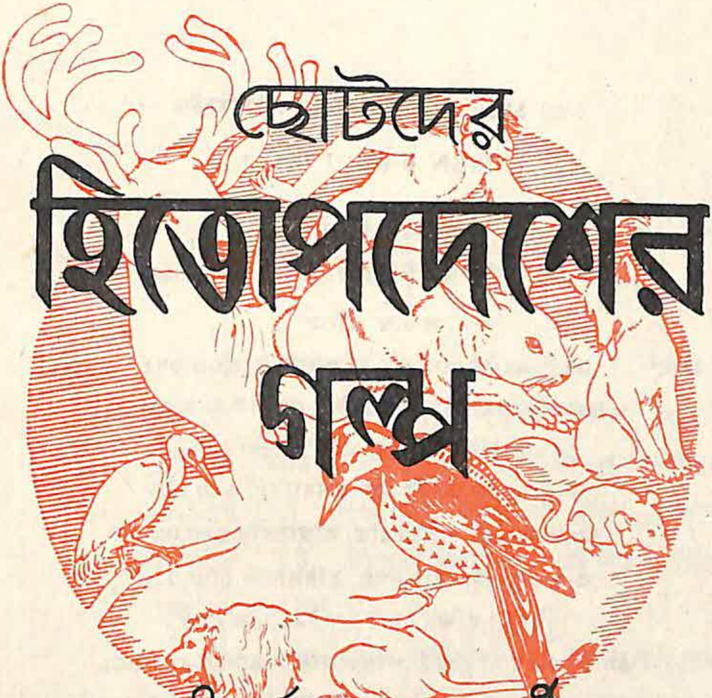

ছোটদের
হিতোপদেশের
গল্প
পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী



ছোটদের হিতোপদেশের গল্প

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

ওরিয়েন্ট লংম্যান

ISBN 0 00121 028 9

রেজিষ্টার্ড অফিস
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯

অন্যান্য অফিস
১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২
কামানী মার্গ, ব্যালার্ড এস্টেট্, বোম্বাই ৪০০ ০৩৮
১৬০ আন্না সালাই, মাদ্রাজ ৬০০ ০০২
১/২৪ আসফ আলী রোড, নয়াদিল্লী ১১০ ০০২
৮০/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, বাঙ্গালোর ৫৬০ ০০১
৩-৬-২৭২ হিমায়াৎ নগর, হায়দ্রাবাদ ৫০০ ০২৯
বিড়লা মন্দির রোড, পাটনা ৮০০ ০০৪
এস্ সি গোস্বামী রোড, পানবাজার, গুয়াহাটি ৭৮১ ০০১
'পাতিয়ালা হাউস', ১৬এ অশোক মার্গ, লক্ষ্ণৌ ২২৬ ০০১

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭
ষষ্ঠ মুদ্রণ : ১৯৯০

প্রকাশক
ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, ১৭ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ৭০০ ০৭২

মুদ্রক
ন্যাশানাল গ্রাফিকস্, ১২বি, বেলিয়াঘাটা রোড কলিকাতা - ৭০০ ০১৫

ভূমিকা

'হিতোপদেশ' একখানি অমূল্য পুস্তক। শিশুদের উপযোগী নীতি-শিক্ষার এমন পুস্তক এদেশে আর নাই। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় হিতোপদেশের শিশুপাঠ্য গল্পগুলি নানা পুস্তকে রহিয়াছে বটে, কিন্তু একসঙ্গে এগুলি কোনো পুস্তকে দেখি নাই।

এই অভাব পূরণ করিবার জন্য হিতোপদেশের গল্পগুলি মূল পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিলাম। কোমলমতি শিশুদের উপযোগী করিবার জন্য গল্পগুলি সহজ ভাষায় যথাসম্ভব যুক্তাক্ষর বর্জন করিয়া লিখিয়াছি।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

শিকারী আর পায়রা	১	খরগোশ আর হাতীর দল	৩৮
ইঁদুর সখা	৩	তিনটি মাছের কথা	৪১
বুড়ো বাঘ আর লোভী পথিক	৫	নীল রঙের শিয়াল	৪৩
কাক, হরিণ আর শিয়াল	৮	না বুঝে কাজ করার বিপদ	৪৬
বুড়ো শকুন আর বিড়াল	১২	সিংহ আর তার অনুচরেরা	৪৮
শিয়ালের বিপদ	১৫	বক আর বেজি	৫১
শিয়াল আর হাতী	১৭	বামুন আর বেজি	৫৩
শিকারীর বোকামি	১৯	এক বামুন আর তিন শয়তান	৫৫
বানরের বিপদ	২১	অসতের সাথে থাকার বিপদ	৫৭
যার যা কাজ	২৩	ধোপার গাধা	৫৯
কাকের চালাকি	২৫	বানর আর পাখী	৬১
তিতির পাখী আর সাগর	২৭	মিছে ভয় পেতে নেই	৬৩
মুনি আর ইঁদুর	২৯	সিংহ, ইঁদুর আর বিড়াল	৬৫
বক আর কাঁকড়া	৩১	খরগোশ ও সিংহ	৬৭
কাছিম আর হাঁস	৩৩	অতি আশা	৭০
বুড়ো সাপের চালাকি	৩৬	কাক আর তিতির	৭২



শিকারী আর পায়রা

এক শিকারী জাল পেতে পাখী ধরত। একদিন সে পাখী ধরবে বলে জাল নিয়ে বনের ভিতর গেল। একটা ভাল জায়গা দেখে সে তার জাল বিছিয়ে দিল। তারপর সেই জালের উপর ছড়িয়ে দিল কতকগুলো ধান।

খানিক বাদে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এল সেখানে। পায়রাগুলোর খুব খিদে পেয়েছিল। তাই তারা সেই ছড়ান ধানের উপর বসে আপন মনে ধান খেতে লাগলো। এদিকে নীচে যে জাল বিছান রয়েছে সে খেয়ালই তাদের হয়নি।

খেয়াল হল একটু পরেই, যখন তারা টের পেল যে জালে তাদের পা গেছে আটকে। ভয়ে তাদের বুক গেল শুকিয়ে। হায়, কি উপায় হবে! তখন জাল থেকে বার হবার জন্যে পায়রাগুলো ছটফট করতে লাগল। যত তারা জাল থেকে পা ছাড়াতে চায়, তত আরো বেশী জড়িয়ে যায়।

পায়রাদের দলপতি ছিল খুব চালাক। সে মনে মনে ভাবল ঃ হায়, লোভে পড়ে কি বিপদই না হল! জাল যখন

পাতা আছে, তখন শিকারীও কাছেই আছে। সে হয়ত এখনি এসে আমাদের ধরে ফেলবে। কেমন করে পায়রাদের বাঁচাব ? ভাবতে ভাবতে দলপতি একটা উপায় ঠিক করল। সে পায়রাদের ডেকে বলল, "ভাই সব, যারা বাঁচতে চাও, তারা আমার কথা শোন, ছটফটানি থামাও।"

দলপতির কথা শুনে পায়রাদের একটু ভরসা হল। তারা চুপ করে দাঁড়াল।

দলপতি বলল, "বিপদে সাহস হারাতে নেই। দেখ, আমরা কিছুতেই এই জাল ছিঁড়তে পারব না। তাই, চল, আমরা সকলে এক সঙ্গে পাখা মেলে দিই। আমরা জাল সমেত উড়ে পালাব। ঐ দেখ, শিকারী ছুটে আসছে। আর দেরী নয়।"

জাল নিয়েই পায়রাগুলো উড়ে গেল। শিকারী তো দেখে অবাক!

যারা এক সঙ্গে মিলে-মিশে কাজ করে, তারা বিপদ কাটাতে পারে।





ইঁদুর সখা

জাল নিয়ে পায়রাগুলো পত্‌পত্‌ করে উড়ে চলল। চলছে তো চলছেই—চলার আর শেষ নেই। পায়রাগুলো জিগ্‌গেস করল দলপতিকে, "দলপতি, জালে আট্‌কা পড়ে কতকাল উড়ব? জাল থেকে বার হব কেমন করে?"

দলপতি বলল, "ওই যে দেখছ পাহাড়টা, যার সাদা চূড়ো রোদে ঝলমল করছে, তার ওপারে আমরা যাব। সেখানে আছে আমার সখা ইঁদুর। সে তার দাঁত দিয়ে জাল কেটে দেবে।"

দলপতির কথা শুনে পায়রাদের মনের জোর বেড়ে গেল, আরও জোরে পাখা চালিয়ে দিল তারা। দেখতে দেখতে পাহাড় ডিঙিয়ে ইঁদুরের বাড়ীর কাছে গিয়ে হাজির হল তারা।

দলপতি ডাকল, "ইঁদুর ভাই, ইঁদুর ভাই, ঘরে আছ?" ডাক শুনে কিচির-মিচির করতে করতে বেরিয়ে এল ইঁদুর। ইঁদুর খুশী হয়ে বলল, "অহো, আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলাম, এ যে দেখছি পায়রাভাই, একেবারে দলবল নিয়ে—খবর কি ভাই?—সব ভালো তো?" দলপতি বলল,

"বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি। দেখ আমরা জালে আট্‌কা পড়েছি। এখন তুমি যদি দয়া করে আমাদের বাঁচাও।"

ইঁদুর বলল, "তাইতো, আমি তো সেদিকে নজরই দিইনি। এস এস, আগে তোমার বাঁধন কেটে দিই।" এই বলে ইঁদুর গেল দলপতির বাঁধন কাটতে। দলপতি বাধা দিয়ে বলল, "না সখা, আমার বাঁধন পরে কাটবে, আগে আমার দলের পায়রা-দের বাঁধন কাট।" ইঁদুর বলল, "দেখ ভাই, আমার গায়ে বেশি বল নেই, তাছাড়া আমার দাঁতেও তেমন জোর নেই—সকলের বাঁধন কাটব কেমন করে? আগে তোমার বাঁধন কাটি, তারপর আমার দাঁত না ভাঙা অবধি তোমার দলের পায়রাদের বাঁধন কাটব। নিজের জীবনটা আগে বাঁচাও—তারপরে অপরের কথা ভেবো। কথায় বলে— আপনি বাঁচলে বাপের নাম।"

দলপতি রাজী হল না। বলল, "না ভাই, তা হয় না। আমি দলপতি, আমার কথায় এরা চলে, এদের হিতাহিত আমাকেই দেখতে হবে। এদের একজনও জালে আটকে থাকলে আমি জাল থেকে বেরুব না।"

ইঁদুর খুশী হয়ে বলল, "সখা, তোমার কথা আমার বড় ভালো লেগেছে। খাঁটি দলপতির মত কথাই তুমি বলেছ। তোমার মত দলপতিরা অনেক অনেক দিন সুখে বেঁচে থাক।"—এই বলে ইঁদুর একে একে সকলের বাঁধন কেটে দিল।

জালের বাঁধন থেকে বার হয়ে পায়রাগুলো ইঁদুরকে অভিবাদন করে নিজেদের দেশে চলে গেল।

দলপতি জীবন দিয়েও তার অধীন লোকদের বাঁচাবে।



বুড়ো বাঘ আর লোভী পথিক

বনে থাকত এক বাঘ। এই বাঘের যখন বয়স ছিল তখন সে এক-এক থাবায় এক-একটা জানোয়ার মারতে পারত। তখন কত মানুষকে যে সে মেরেছে তার কোনও লেখাজোখা নেই।

আর এখন? এখন সে বয়স নেই, থাবায় সে জোর নেই, দাঁতগুলোও নড়বড়ে হয়ে গেছে। তাই শিকার করতে সে আর পারে না। অনেক দিন তাকে না খেয়ে কাটাতে হয়। বাঘ নিজের মনে ভাবল ঃ না খেয়ে মারা পড়ব নাকি? একটা উপায় করতেই হবে।

অবশেষে সে একটা উপায় ঠিক করল।

একদিন সে চান্‌টান করে বনের ধারে সাধু সেজে বসে রইল। একবার একটা সোনার হার সে পেয়েছিল, সেটাকে হাতে নিয়ে নিল।

এমন সময় দেখা গেল সেখান দিয়ে এক পথিক হন্‌হন্‌

করে হেঁটে চলেছে। বাঘ সেই পথিককে ডেকে বলল, "ওহে পথিক, শোন শোন। এই সোনার হারটি নিয়ে যাও।"

সোনার হার দেখে পথিকের লোভ হল, আবার ভয়ও হল খুব। পথিক ভাবল যে বাঘের মনে হয়ত কু-মতলব আছে, হারটি নিতে গেলেই ঘাড়টি মট্‌কাবে। তাই পথিক বলল, "তোমার কথায় ভরসা করতে পারি না। ভয় হয় পাছে তুমি আমায় ধরে খাও।"

বাঘ বলল, "দেখ, এক সময় আমি মানুষ আর গরু মেরেছি অনেক। এই পাপে আমার ছেলেমেয়েগুলো সব মরে গেছে। তাই আমি ওসব ছেড়ে দিয়েছি। একজন গুণী লোক আমায় বলেছেন যে আমি যদি চান করে রোজ কিছু দান করি তবে আমার পাপ কাটা যাবে। তাই আমি দান না করে জল অবধি পান করি না।"

পথিক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাঘের কথা শুনতে লাগল। তাই দেখে বাঘের লোভ আরও বেড়ে গেল। সে খুব ভাল ভাল কথা বলতে লাগল। সে বলল, "দেখ, সাধু লোকেরা বলে গেছেন—গরীবকে দান করতে হয়। আমি দান করতে চাইছি, আর তুমিও গরীব। তাই বলছি এই সোনার হারটি নিয়ে তোমার অভাব দূর কর, মিছে ভয় পেও না।"

লোভী পথিক ভাবল ঃ হয়ত বাঘের কথাই ঠিক। নইলে ও আমায় হার দিতে যাবে কেন? এই ভেবে সে হার নিতে রাজী হয়ে গেল।

বুড়ো বাঘ বলল, "ভাই পথিক, দান নিতে হলে চান্‌টান্‌ করে আসতে হয়। তুমি এই পুকুরটাতে চান করে এস।"

বোকা পথিক বাঘের কথায় পুকুরে নাইতে গেল। যেই

গিয়ে সে পুকুরে নামল অমনি পাঁকের ভিতর আটকে গেল, আর উঠতে পারল না।

তখন তাই দেখে শয়তান বুড়ো বাঘটা হেসে বলল, "কাদায় যখন আটকে গেছ, তখন দেখছি আমাকেই গিয়ে ওঠাতে হবে।" এই বলে সে গিয়ে পথিকের ঘাড় মট্‌কিয়ে খেল।

অতি লোভ ভাল নয়।





কাক, হরিণ আর শিয়াল

বনের ভিতর বাস করত এক কাক আর এক হরিণ। দু'জনের ছিল গলায় গলায় ভাব। যে গাছের ডালে কাকের বাসা সেই গাছের নীচেই থাকত হরিণ। সকাল বেলায় খাবারের খোঁজে দু'জনেই বেরিয়ে পড়ত—কাক যেত গাঁয়ের দিকে, আর হরিণ যেত দূর বনে। ফিরে আসত সাঁঝের বেলায়।

সুখেই দিন কাটত তাদের।

একদিন এক শিয়ালের সঙ্গে দেখা হল হরিণের। শিয়ালের পেটে পেটে কু-মতলব। সে ভাবল ঃ বেশ মোটাসোটা হরিণটা, এর মাংস খেতে কতই না ভালো লাগবে। এই ভেবে সে গায়ে পড়ে এসে হরিণের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল। কথায় কথায় দু'জনের ভিতর বেশ ভাব হয়ে গেল। তাই হরিণ শিয়ালকে নিজের ঘরে ডেকে আনল।

এমন সময় কাকও ফিরে এল বাসায়। শিয়ালকে দেখে কাকের মোটেই ভালো লাগল না। সে হরিণকে বলল, "ভাই হরিণ, ইনি কে?"

হরিণ বলল, "ইনি আমাদের শিয়াল-ভাই। এঁর সঙ্গে আজ পরিচয় হল। চমৎকার এঁর কথাগুলো। তাই খুব ভাবও হয়েছে এঁর সঙ্গে।"

কাক বলল, "যাকে জান না, চেন না, এমন কারো সঙ্গে ভাব করতে যেয়ো না, বিপদ হতে পারে।"

শিয়াল শুনে বলল, "তা কেমন করে হবে ? ভেবে দেখুন, আপনারা দু'জনেও এক সময় কেউ কাউকে চিনতেন না, দু'জনেই ছিলেন দু'জনের কাছে অপরিচিত, অথচ আপনাদের ভিতর এখন দেখছি খুব ভাব।"

হরিণ বলল, "থাক ও-সব কথা কাটাকাটি। তিনজনে মিলেমিশে থাকব, সেই ভাল।"

কিছুদিন পরের কথা। একদিন শিয়াল বলল, "ভাই হরিণ, বনের ওপাশে ভালো ভালো ফসলের জমি আছে, তাতে রয়েছে কচি কচি ফসলের চারাগাছগুলো, মখমলের মত নরম। তুমি যদি রাজী হও তবে তোমায় সেখানে আজই নিয়ে যাব।"

কচি ফসলের কথা শুনে হরিণের লোভ হল। সে সহজেই রাজী হয়ে গেল। শিয়াল এই সুযোগই চেয়েছিল—কেমন করে হরিণকে বিপদে ফেলে তার মাংস খাবে সেই ছিল শিয়ালের কামনা।

শিয়াল হরিণকে নিয়ে গেল চাষীদের ফসলের জমিতে। হরিণ সেখানে কচি কচি ফসলের চারাগুলো পেট ভরে খেল। কচি ফসলের লোভে সেই থেকে হরিণ রোজ শিয়ালের সঙ্গে যায় চাষীদের ফসলের জমিতে। ফসল খায় মনের সুখে।

একদিন চাষী জমিতে জাল পেতে রাখল। হরিণ গিয়ে যেই জমিতে ঢুকল, অমনি জালে আট্‌কা পড়ল। যত সে

টানাটানি করে, জাল তত আঁট হয়ে লাগে। কি বিপদ! হরিণ কেঁদে বলল, "ভাই শিয়াল, আমায় বাঁচাও।"

এতদিনে শিয়ালের আশা বুঝি মিটল। মনের কথা চেপে সে বলল, "তাইত, কি করি! এই জালটা যে চামড়া দিয়ে তৈরী! আজ আবার রবিবার। রবিবারে তো আমি চামড়া মুখে দেব না।" এই বলে সে একটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে বসে ভাবতে লাগল ঃ এতদিনে আমার মনের সাধ মিটবে। চাষী এসে হরিণটাকে মেরে বাড়ী নিয়ে যাবে, কেটে ওর মাংস খাবে, আর হাড়গুলো জঙ্গলে ফেলে দেবে! আমি তাই খেয়ে সাধ মিটাব।

ওদিকে বাসায় ফিরে এসে কাক দেখে হরিণ এখনও আসে নি। কাক ভাবছে ঃ আঁধার নেমে আসছে বনে, এখনও সে এল না! কোনও বিপদ হয়নি ত? একবার খোঁজ করতে হয়। এই ভেবে হরিণের খোঁজে কাক বেরিয়ে পড়ল।

খুঁজতে খুঁজতে কাক এসে হরিণের দেখা পেল। কাককে দেখতে পেয়ে হরিণ কেঁদে বলল, "ভাই কাক, আমায় বাঁচাও।" কাক বলল, "তোমার নতুন সখাটি কোথায়?" হরিণ বলল, "তোমার কথা না শুনে তার সঙ্গে ভাব করার ফলটা হাতে হাতেই পেলাম। সে শয়তান বোধ হয় আমার মাংস খাবার আশায় কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছে। মরুক সে। এখন তুমি আমার একটা উপায় কর।"

কাক বলল, "রাতের আঁধারে কি করব? কাল সকালে যাহোক একটা উপায় করব।"

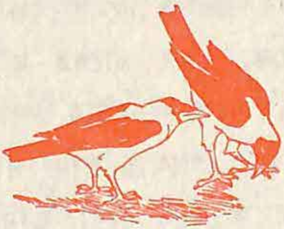
পরদিন সকালবেলা চাষীকে আসতে দেখে কাক বলল, "ভাই হরিণ, জমির মালিক আসছে লাঠি নিয়ে, তুমি এক

কাজ কর— পেট ফুলিয়ে, পা ছড়িয়ে, দম আট্‌কিয়ে শুয়ে থাক, আমি তোমার চোখ ঠোকরাবার ভান করব। তুমি মরে গেছ ভেবে চাষী যেই জালটা গুটিয়ে নেবে অমনি আমি 'কা-কা' করে ডেকে উঠব, তুমি সেই সুযোগে পালাবে।"

কাকের অনুমানই ঠিক হল। হরিণটাকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে চাষী মনে করল যে ওটা বোধহয় মরেই গেছে। তাই সে জালটা তুলে নিল। যেই না সে জালটা তুলে নিল, অমনি কাক কা-কা করে উঠল, আর হরিণ যত জোর পারে তত জোরে ছুটে পালাল।

চাষী তো অবাক হয়ে গেল। সে রেগে বলল, "তবে রে পাজি হরিণ, আমায় ফাঁকি দেওয়া"—এই বলে সে তার হাতের লাঠিখানা হরিণের দিকে ছুঁড়ে মারল। হরিণ সে সময়ে চলে গেছে নাগালের বাইরে। লাঠি-গাছটা হরিণের গায়ে না লেগে, পড়ল গিয়ে ঝোপের মধ্যে শিয়ালের মাথায়। সেই আঘাতেই শিয়াল মারা গেল।

অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে মিতালি করবার আগে তার মতলব বুঝে নেবে।





বুড়ো শকুন আর বিড়াল

নদীর ধারে ছিল খুব বড় একটি পাকুড় গাছ। সেই পাকুড় গাছে থাকত একটি বুড়ো শকুন। শকুনটি এত বুড়ো হয়ে গিয়েছিল যে সে আর চোখে ভালো দেখতে পেত না। তার নখরগুলো ভোঁতা হয়ে গিয়েছিল, তাই সে শিকার করে খেতে পারত না।

সেই গাছে আর আর যে সব পাখী ছিল তারাই এই বুড়ো শকুনকে খেতে দিত। তাদের দয়াতেই বুড়ো শকুন বেঁচে ছিল।

পাকুড় গাছের সব পাখীরা দিনের বেলায় যখন দূরে দূরে যেত খাবারের খোঁজে, তখন তাদের ছানাগুলো পাহারা দেবার ভার থাকত এই বুড়ো শকুনটার উপর।

একদিন এক বিড়াল পাখীর ছানা খাবার লোভে এল পাকুড় গাছে। বিড়ালকে দেখে পাখীর ছানারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল। বুড়ো শকুন বলল, "ভয় কি বাছারা, আমি আছি। কাঁদছ কেন ? কে এসেছে ? কে ?"

বিড়াল গড় হয়ে বলল, "আমি একটি বিড়াল।"

শকুন বলল, "কি বললে ? বিড়াল ! দূর হও হতভাগা। এখনি যদি এখান থেকে না যাও তবে তোমার বিপদ হবে।"

বিড়াল বলল, "আগে আমার কথা শুনুন, তারপর না হয় তাড়াবেন। আমি রোজ আসি নদীতে নাইতে, জপতপ করতে। তখন পাখীদের কাছে শুনি আপনার গুণের কথা। তাছাড়া বয়সেও আপনি বড়, তাই এসেছি আপনার কাছে দু'টো ভালো কথা শুনতে, পরকালের কথা শুনতে।"

শকুন বলল, "তোমার মনে কু-মতলব আছে। কে না জানে বিড়াল পাখীছানা খেতে ভালোবাসে। তাই বলছি, ভালোয় ভালোয় বিদায় হও।"

শকুনের কথা শেষ হতে না হতেই বিড়াল কানে আঙুল দিয়ে বলল, "রাধে-মাধব, রাধে-মাধব ! শুনলেও পাপ হয়। জীব হিংসা আমি করি না, কেননা হিংসার মত পাপ আর নেই। আর খাবার কথা যদি বলেন, তবে বলি—বনের শাক-পাতা খেয়েই যখন বাঁচা যায় তখন এই পোড়া পেটের জন্য কে পাপের ভাগী হবে ?"

বিড়ালের এসব কথা শুনে বুড়ো শকুনের মনে হল—বোধ হয় এ বিড়ালটি ভালোই হবে। তাই সে বিড়ালকে পাকুড় গাছে থাকতে দিল।

বিড়াল মনে মনে বলল ঃ যাক্, বুড়োটাকে তো খুব ফাঁকি দিলাম। এবার কাজ শুরু করি।

পাকুড় গাছের একটি কোটরের মধ্যে বিড়াল বাসা বাঁধল। দিনের বেলায় যখন পাখীরা দূরে দূরে চলে যায় তখন সে পাখীর ছানা চুরি করে খায়। বেশ কিছু দিন এ-ভাবে চলল। অনেকগুলো পাখীছানা বিড়ালের পেটে গেল। বিড়াল

একদিন ভাবল ঃ এবারে পালাই, পাখীরা টের পেলে আর রেহাই দেবে না। তাই সে পালিয়ে গেল।

এদিকে পাখীরা দেখে— তাইতো, এতগুলো ছানা কোথায় গেল! কাছেই কোথাও দুশমন রয়েছে, খোঁজ কর। খুঁজতে খুঁজতে— ছানাদের পাওয়া গেল না— পাওয়া গেল তাদের হাড়গোড়। পাখীরা রেগে গেল। তারা চীৎকার করে বলল, "কে আমাদের ছানাদের খেয়েছে? কে সে? তাকে আমরা খুন করব।"

আর কাউকে না দেখে পাখীরা মনে করল এই বুড়ো শকুনই এই কু-কাজ করেছে। তারা বলল, "তবে রে বুড়ো শয়তান, তোর এই কাজ? দেখাচ্ছি মজা…" এই বলে তারা সেই বুড়ো শকুনকে মেরে ফেলল।

অচেনা লোককে ঘরে ঠাঁই দেওয়া ঠিক নয়।





শিয়ালের বিপদ

এক শিকারী একটা হরিণ শিকার করে ফিরছিল। এমন সময় ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করতে করতে এল একটা ধেড়ে শূকর। শূকরটা তার ভীষণ দাঁত দুটো বার করে শিকারীর দিকে তাক করে এল।

শিকারী দেখে বড় বিপদ। তাড়াতাড়ি সে হরিণটাকে ফেলে দিয়ে শূকরের দিকে তীর ছুঁড়ল। তীর গিয়ে শূকরের বুকে বিঁধল। ভয়ংকর চীৎকার করে শূকরটাও গিয়ে শিকারীকে আঘাত করল। শিকারীর পেট গেল চিরে। ফলে এক সঙ্গে শিকারী আর শূকর দু'জনেই মরে গেল! শুধু তাই নয়—সেখানে ঘাসের তলায় ছিল একটা সাপ, ওদের চাপে সাপটাও মারা গেল।

খানিক বাদে ঘুরতে ঘুরতে এক শিয়াল এল সেখানে। এতগুলি জীবকে এক জায়গায় মরে পড়ে থাকতে দেখে শিয়াল তো মহা খুশী। সে মনে মনে বলল ঃ ওহো, আজ আমার বড় সুদিন! কত খাবার আজ আমি পেয়েছি। তিন মাস ধরে

আমি পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খাব। মানুষটায় চলবে একমাস, হরিণ আর শূকরটায় চলবে দু'মাস, সাপটাতে একটা দিন চলবে। যাক্, তাড়াহুড়ায় কাজ নেই—আজ শিকারীর ধনুকের ছিলাটা খেয়ে কাটাই।

অতি লোভী শিয়াল ভালো ভালো খাবারগুলো পরে খাবে বলে রেখে দিয়ে ধনুকের ছিলাটা আগে খেতে গেল। যেমন সে ছিলাটায় কামড় দিল, অমনি ছিলা ছিঁড়ে গিয়ে ধনুকটা এসে শিয়ালের বুকে বিঁধে গেল। শিয়ালও মারা গেল।

সঞ্চয় করা ভালো, তবে অতি-সঞ্চয় ভালো নয়।





শিয়াল আর হাতী

এক বনে ছিল এক হাতী।

বনের শিয়ালেরা এই হাতীকে হিংসা করত। তারা ভাবতঃ এই হাতীটা মারা গেলে আমরা অনেকদিন ধরে মাংস খেতে পারতাম! কেউ কেউ বলল, "এ কি আর মরবে? এ যে হাজার বছর পরমায়ু নিয়ে এসেছে!"

একটা ছিল খুব চালাক শিয়াল। সে বলল, "আমি চালাকি করে এই হাতীটাকে মারতে পারি। তোমরা দেখো, ক'দিনের ভেতরে আমি তোমাদের হাতীর মাংস খাওয়াব।"

একদিন এই চালাক শিয়ালটি হাতীটার কাছে গিয়ে হাত জোড় করে বলল, "মহারাজ, এই বনের পশুদের কোন রাজা নেই। রাজা ছাড়া কি দেশ চলতে পারে? কেইবা আমাদের অভাব-অভিযোগের কথা শোনে, কেইবা আমাদের দুঃখের কথা বোঝে!"

হাতী বলল, "তাই তো, এখন উপায়?"

শিয়াল বলল, "পশুরা আমাকে পাঠিয়েছে আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনাকেই আমরা রাজা করব! অভিষেকের সময় হয়ে গেছে, এখুনি চলুন।"

হাতী মহা খুশী হয়ে তখনি রাজী হয়ে গেল। শিয়াল আগে আগে পথ দেখিয়ে চলল, হাতী চলল পেছনে পেছনে।

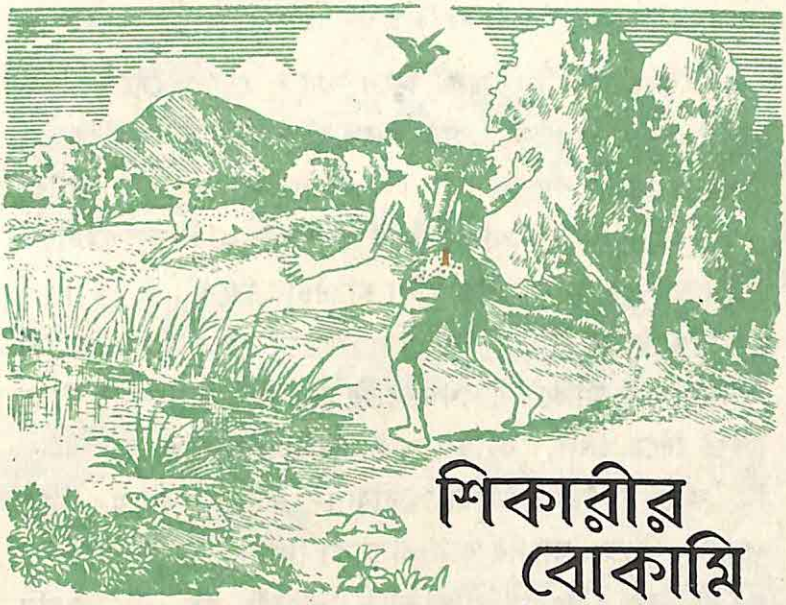
পথে ছিল একটা এঁদো পুকুর—পাঁকে ভরা। শিয়াল সহজেই পাঁকের উপর দিয়ে হেঁটে গেল, আর হাতীর পা গেল পাঁকের ভিতর ডুবে। সে বেচারা কিছুতেই উঠে আসতে পারে না। তাই শিয়ালকে ডেকে বলল, "শিয়াল, আমি কাদায় আট্‌কে গেছি। কী করে উঠব?'

শিয়াল তো তাই চায়। সে হেসে বলল, "তাইতো! মহারাজ, আপনি আমার লেজটা ধরে উঠুন!"

হাতী আর পাঁক থেকে উঠতে পারল না। সেখানেই সে মারা গেল। পরে শিয়ালেরা অনেকদিন ধরে হাতীর মাংস খেল।

গায়ের জোরে যে-কাজ হয় না, চালাকি দ্বারা সে-কাজ হাসিল করতে হয়।





শিকারীর বোকামি

এক কাক, এক ইঁদুর, এক কাছিম ও এক হরিণের খুব ভাব ছিল। বনের ভিতরে এই চারজন অতি সুখে বাস করত।

একদিন কাছিমটি খাবারের খোঁজে দূরে গিয়েছিল। এমন সময় এক শিকারী তাকে দেখতে পেল। কাছিম দৌড়ে পালাতে চেয়েছিল, পারে নি। শিকারী কাছিমটিকে বেঁধে নিয়ে বাড়ীর দিকে চলল।

গাছের উপর বসে কাক দেখে যে তাদের আপনার জনকে শিকারী ধরে নিয়ে যায়। সে তখুনি হরিণ আর ইঁদুরকে খবর দিল। সকলে মহা ভাবনায় পড়ে গেল। তারা ভাবতে লাগল ঃ কেমন করে কাছিমকে বাঁচান যায়। ভাবতে ভাবতে ইঁদুর একটা উপায় ঠিক করে ফেলল।

ইঁদুর তার মতলবের কথা তাদের খুলে বলল। শুনে কাক আর হরিণ তো তখ্‌খুনি রাজী হয়ে গেল।

মতলব মত হরিণ গিয়ে শিকারীর পথের ধারে মড়ার মত পড়ে রইল। কাক গিয়ে তার উপর বসে ঠোকরাতে লাগল ; দেখে মনে হয় যেন হরিণটা মরে পড়ে রয়েছে।

শিকারী কাছিমটাকে নিয়ে যেতে যেতে দেখে কিছু দূরেই একটা হরিণ মরে পড়ে আছে। শিকারী ভাবল ঃ দেখছি আজ আমার কপাল ভাল। একটা কাছিম পেয়েছিলাম, এখন একটি হরিণও পাব — এই ভেবে শিকারী কাছিমটাকে মাটিতে রেখে তাড়াতাড়ি ছুটল হরিণটার দিকে।

ইঁদুরটা আসছিল শিকারীর পেছনে পেছনে। শিকারী কাছিমটাকে মাটিতে রেখে যেতেই সে এসে কাছিমের বাঁধন কেটে দিয়ে বলল, "কাছিম ভাই, পালাও পালাও।"

কাছেই ছিল একটা ডোবা। কাছিম গিয়ে জলে লুকাল, ইঁদুরও ঘাসের বনে গা ঢাকা দিল।

এদিকে হরিণটার কাছাকাছি শিকারী যেই গেল অমনি কাকটা কা-কা করে ডেকে উঠল, আর হরিণটা উঠে তীরবেগে ছুট দিল। শিকারী বেচারা তো অবাক হয়ে গেল! হরিণ যে এমন ফাঁকি দিতে জানে তা তার জানা ছিল না।

মনের দুঃখে শিকারী ফিরে এসে দেখে এদিকে কাছিমটাও নেই! শুধু ধনুকটা পড়ে আছে। তখন শিকারীর দুঃখের আর সীমা রইল না।

হাতের জিনিস ফেলে যে দূরের জিনিস আনতে যায়, সে দুটোই হারায়।





বানরের বিপদ

এক দল বানর থাকত বনে।

একদিন বনের ধারে করাতীদের কাঠ চিরতে দেখে বানরদেরও কাঠ চিরবার শখ হল। বিকালবেলায় করাতীরা ঘরে চলে গিয়েছিল। সেই অবসরে বানরের দল সেখানে এসে কিচির-মিচির লাগিয়ে দিল।

বানরেরা কিছু না করে চুপ করে থাকতে জানে না। চেরা-আধচেরা কাঠগুলো নিয়ে তারা নাড়াচাড়া করতে লাগল।

একটা আধ-চেরা কাঠের ভিতরে একটা গোঁজ দেওয়া ছিল। একটা বোকা বানর কাঠের উপর বসে গোঁজটাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল। এদিকে চেরা ফাঁকটার ভিতরে যে তার একটা পা ও লেজ ঢুকান রয়েছে সেদিকে তার খেয়াল নেই মোটে। তার রোখ— গোঁজটাকে সে তুলে ফেলবেই।

টানের চোটে গোঁজটা গেল খুলে, সঙ্গে সঙ্গে বানরের পায়ে এমন চাপ পড়ল যে পা ভেঙে তার মরণ হল। অপর

বানরেরা তাই দেখে বুঝতে পারল ঃ বেশী কৌতূহল ভালো নয়, তাতে বিপদ হতে পারে। তারা দুঃখিত মনে সব বনে ফিরে গেল।

দরকার না থাকলে কোনও কাজে হাত দিতে নেই।





যার যা কাজ

এক ছিল ধোপা। ধোপার ছিল একটা গাধা আর একটা কুকুর। গাধাটা ধোপার কাপড়ের মোট বইতো, আর কুকুরটা বাড়ী পাহারা দিত। রাতের বেলা কুকুর আর গাধা দুটোই উঠোনে বাঁধা থাকত।

একদিন মাঝরাতে ধোপার বাড়ীতে এল এক চোর। তাই দেখে গাধা কুকুরকে ডেকে বলল, "কুকুর, চুপ করে রয়েছ কেন? তুমি ঘেউ ঘেউ করে মনিবকে জাগিয়ে দাও, নইলে চোরে যে সব নিয়ে যাবে।"

কুকুর বলল, "না, আজ আমি মনিবকে জাগাব না। আমি যে এত উপকার করি মনিব একথা মানেন না। তাই আজকাল তিনি আমায় একটুও খাতির করেন না। আমি তাই চুপ করে থেকে মনিবকে মজাটা দেখাব।" গাধা বলল, "এ কি কথা! মনিবের বিপদের সময় তুমি চুপ করে থাকবে? এ কি রাগ দেখাবার সময়? মনিবের উপকার করাই তো

আমাদের কাজ।" কুকুর বলল, "তুই যেমন গাধা, তেমনি তোর কথা। আমার কাজ আমি করি-না-করি তাতে তোর কি? তুই চুপ করে থাক্।"

গাধা কুকুরের কথা শুনে রেগে গেল। সে বলল, "বেশ, তুমি চুপ করেই থাক। তবে আমার চোখের সামনে মনিবের জিনিস চোরে নিয়ে যাবে, তা আমি কিছুতেই হতে দেব না।" এই বলে গাধা বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল।

গাধার চীৎকার শুনে ধোপা জেগে উঠল। উঃ, গাধাটার চীৎকারে কান ঝালাপালা হয়ে গেল! ধোপা রেগে বলল, "তবে রে হতভাগা গাধা, রাত দুপুরে গান জুড়েছ? দেখ তবে মজাটা।" এই বলে সে একটা মোটা লাঠি দিয়ে গাধাটাকে এমন পেটাল যে তাইতে বোকা গাধাটা মারা গেল।

যার যা কাজ নয় তা করতে গেলে অনেক সময় হিতে বিপরীত ফল হয়।





কাকের চালাকি

নদীর পাড়ে একটা গাছের উপরে কাকের বাসা। সে-বাসায় থাকে কাক আর তার বউ। আবার সেই গাছেরই কোটরে থাকে একটা সাপ।

যতবার কাকেদের ছানা হয়, ততবার সাপটা এসে তাদের ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলে। একদিন কাকের বউ বলল, "দেখ কাক, তোমায় কত করে বললাম, না তাড়ালে সাপটাকে, না বদল করলে বাসাটা! এবারকার ছানাগুলোকে যদি সাপে খায়, তবে দুঃখে আমিও মারা যাব।"

কাক বলল, "দেখ বউ, সাপটাকে আমি একদিনে ঢিট্ করে দিতে পারি।" কাকের বউ অভিমান করে বললে, "তোমার কেবল কথাই আছে, কাজের বেলা দেখি কিছুই না! সাপের সঙ্গে কাকে কখনও পারে? কেমন করে সাপকে ঢিট্ করবে শুনি?" কাক অহংকার করে বলল, "বেশ, তুমি আমার কাজ দেখে নিও।"

নদীর ঘাটে এক রাজকুমার রোজ নাইতে আসত। ঘাটের সিঁড়ির উপর সে তার কাপড়-চোপড় আর অলংকার খুলে রেখে জলে নামত। পাহারাদারেরা সেগুলো পাহারা দিত।

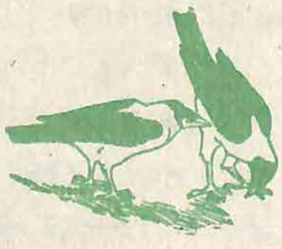
একদিন রাজকুমার জলে নেমেছে, আর পাহারাদারেরা কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে, এমন সময় কাক ছোঁ মেরে রাজকুমারের একটা হার চুরি করে নিল। পাহারাদারেরা হঠাৎ দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল।

কাক যে দিকে উড়ে যায়, পাহারাদারেরাও সেদিকে ছুটতে থাকে লাঠি হাতে। কাক তো তাই চায়। সে চায় ওরা দেখুক। কাক করল কি, সেই হারছড়া নিয়ে সাপের কোটরে ফেলে দিল।

পাহারাদারেরা সবই দেখতে পেল। তারা লাঠি নিয়ে সেই গাছের কোটরের কাছে গেল। গিয়ে দেখে, কোটরের ভিতর রয়েছে এক বিরাট সাপ। তখন পাহারাদারেরা লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে সাপটিকে মেরে ফেলে হারটা নিয়ে এল।

কাকেদের আর ভয়-ভাবনা রইল না। এখন আর কেউ তাদের ছানাগুলোকে খেতে পারবে না।

গায়ের জোরে যা হয় না, কৌশলে তা হয়।





তিতির পাখী আর সাগর

সাগরের পাড়ে থাকত তিতির পাখী আর তার বউ। একদিন তিতির-বউ দু'টি ডিম পেড়েছিল সাগরের পাড়ে বালুর চরে।

সেদিন সাগরে বড় ঢেউ উঠল। তিতির-বউ ভয় পেয়ে বলল, "তিতির, আমার বড় ভয়—পাছে সাগরের ঢেউ-এ আমার ডিমগুলো ভেসে যায়।"

তিতির বলল, "তুমি মিছে ভয় পেয়েছ। আমাদের ডিমগুলো ভাসিয়ে নেবার সাহস হবে না সাগরের। যদি নেয় তবে তাকে উচিত সাজা দেব।"

তিতির-বউ বলল, "তোমার কথা শুনে হাসি পায়, সাগরের সঙ্গে কেমন করে পারবে ?"

তিতির বলল, "সাগর আমাদের চেয়ে বড় বটে, তবু আমি তাকে হারিয়ে দিতে পারি।"

তিতিরের কথা শুনে সাগরের বড় রাগ হল। সাগর মনে

মনে বলল ঃ বেশ, দেখি তিতির কেমন করে আমায় হারিয়ে দেয় !

তখন সাগর বড় বড় ঢেউ পাঠিয়ে দিল। ঢেউ এসে তিতিরের ডিমগুলো নিয়ে নিল।

তিতির-বউ ডিমগুলোর জন্য কেঁদে সারা! তিতির বলল, "আমি দুদিনের ভিতর ডিমগুলো ফিরিয়ে আনব।

পাখীদের রাজা গরুড়। সে হল নারায়ণের বাহন।

গরুড়ের কাছে গিয়ে তিতির কেঁদে পড়ল। বলল, "মহারাজ, বিনা দোষে সাগর আমাদের ডিমগুলো নিয়ে নিয়েছে, আপনি এর একটা উপায় করুন।"

তিতিরের কাছে সব কথা শুনে গরুড় গেল নারায়ণের কাছে। গিয়ে নারায়ণকে বলল, "ভগবান, আপনি একটা বিহিত করুন। বিনা দোষে সাগর তিতির পাখীর ডিমজোড়া নিয়ে নিয়েছে। তিতির আমার কাছে কেঁদে পড়েছে— সাগরের কাছ থেকে ডিমগুলো ফিরিয়ে আনা চাই-ই।"

তখন সাগরকে ডেকে নারায়ণ আদেশ করলেন তিতিরের ডিম ফিরিয়ে দিতে। সাগর আর কি করে, সে ডিম দুটো ফিরিয়ে দিল।

তিতির বলল, "দেখলে বউ, আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে গিয়ে সাগর কেমন নাকাল হল!"

সাহস না হারালে অতি ছোট-র কাছেও বড়-র পরাজয় হতে পারে।



মুনি আর ইঁদুর

একদিন তপোবনে বসে এক মুনি আরাধনা করছিলেন। এমন সময় ছোট একটা ইঁদুরছানা কাকের মুখ থেকে টুপ করে তাঁর সামনে পড়ে গেল। ইঁদুরটাকে দেখে মুনির বড় দয়া হল— আহা! এতটুকু ছানাটা যদি কাকের হাত থেকে বেঁচেই গেল, তবে আমি এটাকে রাখি না কেন।

সেই থেকে ইঁদুরটা মুনির কাছে থাকে, মুনি তাকে খেতে দেন, দেখাশোনা করেন। দিন যায়, মাস যায়— দেখতে দেখতে ইঁদুরছানাটা বেশ বড় হয়ে উঠল।

তপোবনে ছিল একটা বিড়াল। বিড়ালটা এসে ইঁদুরটাকে তাড়া করত। ইঁদুরটা ছুটে আসত মুনির কাছে। মুনি বিড়ালটাকে তাড়াতেন। একদিন মুনি ভাবলেনঃ বিড়ালের ভয়ে ইঁদুরটা তো আমার কাছ-ছাড়া হতেই চায় না দেখছি। যদি যোগবলে বিড়াল করে দিই, তবে আর এর ভয় থাকে না।—এই ভেবে মুনি ইঁদুরটাকে বিড়াল করে দিলেন।

কিছুদিন গেল ভালোয় ভালোয়। কিন্তু মুনি দেখেন এখন

আবার কুকুরেরা বিড়ালটার উপর বড় উৎপাত করে। মুনি তাই যোগবলে বিড়ালটাকে কুকুর করে দিলেন।

ইঁদুরছানা এখন কুকুর হয়ে বুক ফুলিয়ে চলে আর সারাদিন ঘেউ ঘেউ করে। তবে কুকুর হয়েও তার দুঃখ গেল না। কেননা, বাঘের ভয়ে সে যেখানে-সেখানে যেতে পারত না। তপোবনের কাছেই বনের ভিতর বাঘেরা থাকত, তাই কুকুর হয়েও তার ভয় গেল না।

অবশেষে মুনি তাকে বাঘ করে দিলেন। বাঘ হয়ে ইঁদুরছানার আর কোন ভয় রইল না।

এদিকে যদিও ইঁদুরছানা বাঘ হয়ে গেল, তবু মুনি তাকে ইঁদুরছানাই মনে করতেন, বাঘ বলে তাকে মানতে চাইতেন না। তপোবনের অপর মুনি-ঋষিরাও বাঘটাকে দেখে বলতেন, "দেখ, এ ছিল একটা ইঁদুর, মুনি একে বাঘ করে দিয়েছেন।"

একদিন সেই বাঘ ভাবল: "বাঘ বলে কেউ আমায় মানতেই চায় না। যতদিন এই মুনি বেঁচে থাকবে, ততদিন আমার অপবাদ ঘুচবে না, সবাই বলবে অমুক মুনি একে বাঘ করে দিয়েছেন। তাই আজ আমি এই মুনিকে খাব।"

মুনি তাঁর আসনে বসে আরাধনা করছিলেন। এমন সময় বাঘ গিয়ে তাঁর উপর লাফিয়ে পড়ার উপক্রম করল।

মুনি বাঘের উপর খানিকটা জল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, "আবার ইঁদুর হও।" অমনি দেখতে দেখতে সে আবার ইঁদুর হয়ে গেল।

নীচমনা কখনও উপকারীর উপকার মনে রাখে না।



বক আর কাঁকড়া

বুড়ো বক। সে আর মাছ ধরে খেতে পারে না। তাই সে রাতদিন ফিকির খোঁজে কেমন করে ডোবার মাছগুলোকে খাবে।

একদিন সে ডোবার ধারে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তাকে এভাবে কাঁদতে দেখে একটা কাঁকড়া এসে জিগ্‌গেস করল, "হাঁ ভাই বক, অমন করে কাঁদছ কেন?"

বক চোখের জল মুছে বলল, "কাঁদছি ভাই মনের দুঃখে।"

কাঁকড়া বলল, "দুঃখটা কিসের? খেতে পাও না বুঝি?"

বক বলল, "না ভাই, খেতে না-পাওয়ায় নয়। শুনলাম জেলেরা বলছে শিগ্‌গীরই এ ডোবার মাছ-কাঁকড়া সব ধরে নিয়ে যাবে। যদি তারা তা-ই করে, মাছেরাও মরবে, না খেতে পেয়ে আমিও হয়ত মরব।"

কাঁকড়া ভয় পেয়ে বলল, "তাইতো, তাহলে উপায়?"

বক বলল, "কাছেই আর একটা বড় ডোবা আছে, আমি না হয় সেখানে চলে যাব। বিপদ তোমাদেরই।"

কাঁকড়া বলল, “সে তো বটেই। দেখি মাছদের খবর দিয়ে, তারা কি বলে।”

কাঁকড়ার মুখে খবর শুনে মাছেদের মুখ শুকিয়ে গেল। তারা বলাবলি করতে লাগল ঃ মনে হয় এ বকটি আমাদের ভালো করবে বলেই কথাটা বলে দিয়েছে। কেউ বলল ঃ এ বক আমাদের যে উপকার করল তা শোধ করা যাবে না। কেউ বলল ঃ চল, ওর কাছে গিয়েই বলি—আমাদের কি করা উচিত আপনি বলে দিন।

মাছেরা সব দল বেঁধে বকের কাছে এল। বক বলল, “আমি তোমাদের এক এক করে আর একটা বড় ডোবায় নিয়ে যেতে পারি।” মাছেরা তাতেই রাজী হয়ে গেল।

সেই থেকে বক এক-একটা মাছকে নিয়ে যায়। আর পথে গিয়ে সে মাছগুলোকে মেরে খায়। এই ফিকির করে বক বেশ কদিন কাটাল।

একদিন কাঁকড়াটা বলল, “বক ভায়া, এবার আমায় নিয়ে চল।” বক মনে মনে ভাবল—বেশ ভালোই হবে, অনেকদিন কাঁকড়ার মাংস খাই না। মুখে বলল, “বেশ তো, এস এস।”

কাঁকড়াকে নিয়ে গিয়ে বক পথের মাঝে এক জায়গায় নামাল। কাঁকড়া দেখে সেখানে অনেক মাছের কাঁটা পড়ে আছে। দেখে তার আর বুঝতে কিছু বাকী রইল না যে বক তাকেও ধরে খাবে। তবু বিপদে সে সাহস হারাল না। বক যেই তার দিকে ঠোঁট বাড়িয়ে এল অমনি সে তার দাঁড়া দিয়ে বকের গলা এমন চেপে ধরল যে বকের গলা কেটে গেল।

চালাকি করে বেশী দিন চালানো যায় না।



মাঠের ধারে ছিল একটা পুকুর। সেই পুকুরে থাকত একটা কাছিম আর দুটো বুনো হাঁস। এই তিনজনের ভিতর ছিল খুব ভাব। হাঁস দুটো কাছিমকে কত দেশ-বিদেশের কথা শোনাত, আর কাছিম ভাবত ঃ আমার যদি ওদের মত ডানা থাকত!

একদিন সেই পুকুরের ধার দিয়ে কয়েকজন জেলে যেতে যেতে বলল, "এ পুকুরটায় অনেক মাছ আর কাছিম আছে মনে হয়। কাল সকালে এসে এখানে জাল ফেলতে হবে।"

কাছিম ও হাঁসেরা জেলেদের কথা শুনল। কাছিম কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলল, "শুনেছ তোমরা, জেলেরা কি বলে গেল?"

হাঁসেরা বলল, "শুনেছি বৈ কি! আমরা ভাবছি অপর কোনো পুকুরে চলে যাব।"

কাছিম দুঃখ ক'রে বলল, "আমার কি উপায় হবে? এ বিপদের সময় তোমরা কি আমায় ফেলে যাবে?"

হাঁসেরা বলল, "আমরা কি আর করতে পারি বল। তুমি খুঁজে দেখ কোথায় গেলে বাঁচতে পারবে।"

কাছিম বলল, "আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই। যেমন ক'রে পার তার উপায় একটা কর।"

কাছিমের দুঃখ দেখে হাঁসেদের বড় দয়া হল। তারা বলল, "তুমিই বলে দাও কি করতে হবে।"

কাছিমের মাথায় একটা মতলব এল। সে বলল, "এক কাজ করা যাক। একটা শক্ত কাঠির দু'পাশে তোমরা দু'জনে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধর, আমি তার মাঝখানে কামড়ে ধরব। তোমরা এভাবে আমায় নিয়ে উড়ে যাবে আর এক পুকুরে। সেখানে তোমাদের সঙ্গে মনের সুখে বাস করব।"

হাঁসেরা বলল, "এতে ভাই বিপদ আছে। যখন উড়ে যাব, তখন যদি তুমি কোন কারণে মুখ খোল, তাহলে ধপাস্ ক'রে পড়বে মাটিতে। কাজেই এভাবে যাওয়ার কথা মন থেকে দূর কর।"

কাছিম বলল, "সে-ভাবনা আমার। আমি এত বোকা নই, একটা কথাও আমি বলব না।"

অবশেষে কাছিমের কথামত হাঁসেরা তাকে নিয়ে যেতে রাজী হল। পুকুর ছাড়িয়ে মাঠের উপর দিয়ে হাঁসেরা তাকে নিয়ে উড়ে চলল।

মাঠে রাখাল ছেলেরা গরু চরাচ্ছিল। গরু চরাতে চরাতে হঠাৎ তাদের নজরে পড়ল—কাছিম আর হাঁস দুটো। এই মজার ঘটনা দেখে তারা খুব মজা পেয়ে চীৎকার ক'রে ওদের পিছনে পিছনে ছুটতে লাগল। কেউ বলল, "কাছিমটা যদি পড়ে যেত, তবে এখানেই রেঁধে খেতাম।" কেউ বলল, "একে বাড়ী নিয়ে গিয়ে সকলে মিলে মজা ক'রে খেতাম।"

রাখাল ছেলেদের কথা শুনে কাছিমের বড় রাগ হল। সে রাগ সামলাতে না পেরে বলতে গেল,—তোরা ছাই খাবি।

মুখের কথা মুখে রয়ে গেল। যেই না কাছিম মুখ খুলল, অমনি কাঠি থেকে সে আল্‌গা হয়ে গেল, আর ধপাস্ ক'রে এসে পড়ল মাটিতে। তখন রাখাল ছেলেরা গিয়ে তাকে ধরে মেরে ফেলল।

রাগে যার হিতাহিত বোধ হারিয়ে যায় তার অনেক দুর্দশা হয়।





বুড়ো সাপের চালাকি

এক ছিল বুড়ো সাপ। বুড়ো বয়সে তার বিষ দাঁত গেল পড়ে, গায়েও এমন জোর রইল না যে ইঁদুর বা পাখীর ছানা ধরে খায়। অনেক দিন তাকে না খেয়েই কাটাতে হয়।

একদিন সেই বুড়ো সাপ এল একটা ডোবার ধারে। সেই ডোবায় ছিল শত শত বেঙ। বুড়ো সাপ ভাবল ঃ চালাকি ক'রে এ ডোবার বেঙগুলোকে খেতে হবে। তাই সে চুপচাপ ডোবার ধারে শুয়ে রইল।

বেঙেদের ছিল এক রাজা। সে দেখল একটা সাপ সকাল থেকে চুপচাপ শুয়ে আছে। সে দূর থেকে সাপটাকে জিগ্‌গেস করল, "বলি ও ভাই সাপ, শুয়ে কেন? কি হয়েছে তোমার?"

সাপ বলল, "আমার দুঃখের কথা কি আর বলব! সে শুনে তোমার কাজ নেই!"

বেঙ বলল, "তবু শুনতে দোষ কি?"

সাপ বলল, "তবে শোন ঃ দেশে এক বামুন ছিলেন। আমি ভুল ক'রে তাঁর ছেলেকে কামড়েছিলাম। সেই কামড়ে

বামুনের ছেলে মারা গেল। ছেলের দুঃখে বামুন খুব কাঁদলেন, পরে আমায় ভীষণ অভিশাপ দিলেন। বামুন বললেন, 'ওরে সাপ, তুই যেমন কু-কাজ করেছিস, আমি অভিশাপ দিলাম—আজ থেকে তুই বেঙের বাহক হবি, মাথায় ক'রে বেঙকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবি! এই হবে তোর সাজা।' বামুনের কথা তো আর বিফলে যাবে না। আমি তাই এসেছি কোনো বেঙকে মাথায় ক'রে নিয়ে ঘুরে বেড়াব বলে।"

বেঙ বলল, "তবে আমায় নাও! আমিই এখানকার বেঙদের রাজা।"

সাপ বলল, "আসুন আসুন, আমার মাথায় এসে বসুন।"

সারাটাদিন সাপ সেই বেঙকে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়াল।

পরদিন সাপ আর ভালো চলতে পারছে না। তাই দেখে বেঙ বলল, "আজ ভালো চলতে পারছ না কেন?" সাপ বলল, "পেটে খাবার নেই, তাই কাহিল হয়ে পড়েছি।" বেঙ বলল, "খাবারের ভাবনা কি? আমি আদেশ করছি, তুমি যতখুশি বেঙ ধরে খাবে।"

সেই বুড়ো সাপ রোজ বেঙদের রাজাকে মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর পেট ভরে বেঙ ধরে ধরে খায়। কিছুদিনেই সেই সাপ একে একে ডোবার সবগুলো বেঙ খেয়ে সাবাড় করল। যখন আর একটিও বেঙ রইল না, তখন সে তার মাথার রাজা-বেঙটিকে খেয়ে আর এক ডোবার দিকে চলে গেল।

যে নিজের সামান্য সুখের জন্য সকলের দুঃখের কারণ হয় তার পরিণাম কখনও ভালো হয় না।



খরগোশ আর হাতীর দল

একদল হাতী বাস করত বনে।

সে বছর জলের অভাবে বনের খালবিলগুলো শুকিয়ে গিয়েছিল। জলের অভাবে হাতীরা বাস করতে পারে না। তাই তারা তাদের দলপতিকে বলল, "দলপতি, জলের অভাবে আমরা আর বাঁচব না। যে বনে জল আছে, আমাদের সেখানে নিয়ে চলুন।"

দলপতি খুঁজে খুঁজে আর এক বনে সকলকে নিয়ে গেল। সেখানে পাহাড়ের উপর ছিল খুব বড় একটা দীঘি। হাতীরা সেই জলভরা দীঘি পেয়ে বেঁচে গেল। চাঁদনী রাতে তারা রোজ যায় সেই দীঘিতে, সেখানে তারা চান করে, জল ছিটিয়ে মনের সুখে খেলা করে।

সেই দীঘির পাড়ে পাড়ে ছিল খরগোশের বাসা। মাটির তলায় অনেক খরগোশ থাকত সেখানে। এবার তাদের হল

বিষম বিপদ। হাতীদের পায়ের চাপে কত যে খরগোশ মরতে লাগল তার আর লেখাজোখা নেই।

একদিন খরগোশদের সভা বসল। কেউ বলল,—হাতীদের তাড়াতে হবে, নইলে আমাদের বাঁচোয়া নেই। কেউ বলল,—আমাদের পালাতে হবে, আর কোন উপায় নেই। আসলে কি যে করা উচিত তা কেউ ঠিক করতে পারল না।

একটা ছিল সেয়ানা খরগোশ। দুধের মত তার গায়ের রঙ। সে উঠে বলল, "এত দিনের বাসা ছেড়ে যদি পালাতেই হয়, তবে তার আগে দেখা যাক হাতীদের তাড়ান যায় কি না।" কেউ কেউ বাধা দিয়ে বলল, "তা কেমন ক'রে হবে? হাতীর সঙ্গে আমরা লড়াই ক'রে পারব নাকি?"

সেই সাদা খরগোশটি বলল, "তা কেন? আমরা ছোট হতে পারি, তবু আমাদের অনেক কৌশল জানা আছে। কৌশল ক'রেই হাতীদের আমরা তাড়াব।"

সেইদিন রাতে সাদা খরগোশটি গেল হাতীদের দলপতির কাছে। সে গিয়ে বলল, "ওহে হাতীদের দলপতি, শোন। আমি চাঁদের খরগোশ, চাঁদ থেকে আমি এসেছি।"

দলপতি বলল, "কি হুকুম বলুন।"

খরগোশ বলল, "চাঁদের দেবতা তোমাদের উপর খুব রেগে গেছেন।"

দলপতি ভয় পেয়ে বলল, "কেন, কেন? কি দোষ আমরা করেছি?"

খরগোশ বলল, "দোষ করেছ বৈ কি! এই দীঘির ধারে থাকে অনেক খরগোশ। চাঁদের দেবতা তাদের খুব ভালোবাসেন, আর তোমরা রোজ রাতে তাদের পায়ে পিষে

মার !” তাইতো তিনি রাগ করেছেন। যদি বাঁচতে চাও তো এ বন ছেড়ে পালাও।”

দলপতি ভয়ে ভয়ে বলল, “ঘাট হয়েছে, আর অমন করব না !” পরে সে খরগোশের দিকে চেয়ে বলল, “একবার চাঁদের দেবতাকে দেখতে পাব কি ?”

খরগোশ বলল, “চল আমার সঙ্গে।”

এই বলে খরগোশ দলপতিকে নিয়ে দীঘির ধারে গেল। সেখানে দীঘির জলে চাঁদের ছায়া পড়েছিল, আবার ঢেউ লেগে সেই ছায়া কেবলই কাঁপছিল। খরগোশ দলপতিকে চাঁদের ছায়াটা দেখিয়ে বলল, “ওই দেখ, চাঁদের দেবতা রাগে কাঁপছেন।”

হাতীর দলপতি বলল, “দোষ নিও না ঠাকুর। আর কোনো দিন এ দীঘিতে আসব না।”

বুদ্ধির বলই সবচেয়ে বড় বল ; তার কাছে সকলকেই পরাজয় মানতে হয়।





তিনটি মাছের কথা

এক পুকুরে ছিল তিনটি বড় মাছ। অনেক কাল ধরে তারা মনের সুখে বাস করত সেই পুকুরে। আপদ-বিপদ কাকে বলে তা তাদের জানা ছিল না।

একদিন বিকালবেলা মাছেরা শুনতে পেলো একদল জেলে বলছে, "কাল সকালবেলা এসে এ পুকুরের মাছগুলো ধরবো। একটাকেও রেহাই দেব না।"

জেলেদের কথা শুনে মাছেদের মনে ভাবনা হল ঃ তাইতো! কি করা যায়? তিনটি মাছ মিলে আলোচনা করল—কি করা উচিত, আর কি করা উচিত নয়।

একটি মাছ ছিল বড় সাবধানী। সে বলল, "দেখ ভাই, সাবধানের মার নাই। চল আমরা অপর কোন পুকুরে চলে যাই।" কিন্তু অন্য মাছ দুটি রাজী হল না। তাদের একজন বলল, "জেলেরা আমার কি করবে? আমি ওদের চেয়ে কম চালাক নাকি!" আর একটি মাছ বলল, "অত ভয়ের কি আছে? জেলেরা আসবে কি না তার নেই ঠিক,

তুমি দেখছি ভয়েই মারা যাবে। আগে জেলেরা আসুক, তার পর দেখা যাবে কি করা যায়।”

সাবধানী মাছটা বলল, “না ভাই, তোমরা থাক, আমি চলি।” এই বলে সে আর এক পুকুরে চলে গেল সেই দিনই।

পরদিন সকালবেলা জেলেরা ঠিক এসে হাজির। জাল দিয়ে তারা পুকুরটাকে ঘিরে ফেলল।

যে মাছ দুটো তখনো পুকুরে ছিল, তারা দুজনেই জেলেদের জালে আট্‌কা পড়ে গেল—ভেবে উপায় ঠিক করবার আর সময় পেল না। জেলেদের জালের টানে দু'জনেই ডাঙায় উঠে এল।

এই মাছ দুটোর ভিতর একটা ছিল একটু চালাক। সে ঠিক মরার ভান ক'রে জালের ভিতর পড়ে রইল। জেলেরা জাল খুলে যেই তাকে আনতে যাবে, অমনি সে লাফিয়ে গভীর জলের ভিতর চলে গেল। জেলেরা আর তাকে ধরতে পারলো না। যে-মাছটা দেমাক ক'রে বলেছিল,—জেলেরা এলে তবে একটা উপায় ঠিক করবে,—কেবল সে-ই ধরা পড়ল।

বিপদ আসবে জেনেও যে সময় থাকতে উপায় না ক'রে চুপ ক'রে বসে থাকে, সে-ই মরে।





নীল রঙের শিয়াল

এক শিয়াল বন ছেড়ে গাঁয়ের ভিতর ঢুকেছিল। শিয়ালকে গাঁয়ে ঢুকতে দেখে গাঁয়ের কুকুরেরা তাকে তাড়া করল। তাড়া খেয়ে শিয়াল গিয়ে এক ধোপার বাড়ীতে ঢুকল। ভয়ে লুকাতে গিয়ে এক গামলা নীলের জলের ভিতর সে পড়ে গেল।

গামলার কাঁধটা এত উঁচু ছিল যে শিয়াল কিছুতেই তার ভিতর থেকে বাইরে আসতে পারল না।

পরদিন সকালবেলা শিয়াল মড়ার মত পড়ে রইল। ধোপারা মনে করল বুঝি শিয়ালটা নীলের জলে ডুবে মরে গেছে। এই মনে ক'রে তারা শিয়ালটাকে দূর ক'রে ফেলে দিল। শিয়ালও সুযোগ বুঝে একছুটে বনের ভিতর পালিয়ে গেল।

এদিকে নীলের জলে ভিজে ভিজে শিয়ালের গায়ের রঙ একেবারে গাঢ় নীল হয়ে গেল। বনের পশুরা তো তাকে চিনতেই পারে না। শিয়ালের মত দেখতে অথচ গায়ের রঙ নীল

—এমন পশু তো বনে আর একটাও নেই। এই আজব পশুকে দেখে এমনকি বনের বাঘ-ভালুকেরাও দূরে দূরে সরে গেল।

শিয়াল দেখে—এ তো বেশ মজা! তাকে শিয়াল বলে চিনতে না পেরে সবাই ভয় পেয়েছে। এ সুযোগে আমি বনের রাজা হয়ে যাই না কেন? এই ভেবে একদিন সেই শিয়াল বনের আর সব শিয়ালকে ডেকে বলল, "ওহে তোমরা শোন, বনদেবতা আমায় তোমাদের রাজা ক'রে পাঠিয়েছেন। আজ থেকে তোমরা আমার কথামত কাজ করবে।"

শিয়ালেরা হাত জোড় ক'রে বলল, "মহারাজ যা আদেশ করবেন, আমরা তা-ই করব। আমরা আপনার কাছেই থাকব।"

এইভাবে কিছুদিন গেল।

তারপর একদিন এই নতুন রাজার ভয়ে বাঘ-ভালুকেরাও এসে তার সেবা করতে লাগল। নীল রঙের শিয়ালরাজের তখন মনে মনে ভারি গরব হল। সে ভাবল যে বাঘ-ভালুকেরা যখন তার সেবা করছে তখন আর শিয়ালগুলোকে কাছে থাকতে দিই কেন? ছোটজাত শিয়ালগুলোকে তাড়িয়ে দিই। এই ভেবে সে শিয়ালদের তাড়িয়ে দিল।

একটা ছিল বুড়ো শিয়াল। সে বড় অপমান বোধ করল। সে সকল শিয়ালকে ডেকে বলল, "দেখ ভাইসব, ইনি রাজা হলেও আসলে একটি শিয়াল, আমাদেরই জাতভাই। মনে হয় কোন কারণে এঁর গায়ের রঙ নীল হয়ে গেছে। ইনি আমাদের অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন, এস আমরা এর একটা বিহিত করি।"

আর আর শিয়ালেরা বলল, "কি করতে হবে বল। একে উনি রাজা হয়েছেন, তার উপর বাঘ-ভালুকেরা ওঁর সেবা করছে, আমরা কেমন ক'রে বিহিত করব?"

বুড়ো শিয়ালটি বলল, "ইনি শিয়াল কিনা শুধু তা-ই পরখ করব। এস আমরা সকলে একসঙ্গে ডেকে উঠি।"

তখন সব শিয়ালেরা একজোটে "হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া" বলে ডেকে উঠল।

জাতভাইদের ডাক শুনে নতুন রাজাটি ঠিক থাকতে পারল না। সেও মনের ভুলে "হুক্কা হুয়া, হুক্কা"—বলে ডেকে উঠল।

আর যায় কোথা! বাঘ তখনি লাফিয়ে তার টুঁটি কামড়ে ধরল। ভালুক বলল, "তবে রে পাজি শিয়াল, তুমি এতদিন আমাদের বোকা বানিয়ে রেখেছ। আজ তোমায় শেষ করব।"

তখন বাঘ-ভালুকেরা মিলে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল। রাজা হওয়ার সাধ তার চিরদিনের মত মিটল।

মিথ্যা অহংকারে আপনজনকে অবহেলা ক'রে বড়র সাথে মেকি মিতালি ক'রে কখনও বড় হওয়া যায় না।





না বুঝে কাজ করার বিপদ

এক দেশে একটি সাধু লোক বাস করতেন। তিনি ছিলেন খুবই গরীব। টাকা-পয়সা তাঁর তেমন কিছুই ছিল না। তাই খুব দুঃখে তাঁর সংসার চলত।

এই সাধু শিবের আরাধনা করতেন। অনেকদিন তিনি শিবের আরাধনা করেছিলেন। অবশেষে তাঁর আরাধনায় শিব খুশি হলেন। একদিন দুপুর রাতে শিব সাধুকে দেখা দিয়ে বললেন, "তোমার আরাধনায় আমি খুব খুশি হয়েছি। তাই আমি তোমায় একটা বর দেব : কাল সকালে তুমি নাপিত ডেকে চুলদাড়ি কামাবে, তারপর একটা মোটা লাঠি হাতে বাড়ীর সামনে লুকিয়ে থাকবে। দেখবে একটি ভিখারী আসছে তোমার বাড়ীর দিকে। তুমি লাঠি দিয়ে সেই ভিখারীর মাথায় জোরে আঘাত করবে। সেই আঘাতে ভিখারী মরে যাবে। পরে সেই ভিখারীর দেহ একটা সোনার কলসী হয়ে যাবে। তুমি সেই কলসী ঘরে নিয়ে যাবে। তোমার দুঃখ দূর হবে।"

পরদিন সকালবেলা সাধু এক নাপিতকে ডেকে চুলদাড়ি কামালেন। তারপর এক জায়গায় লুকিয়ে রইলেন। এমন

সময় দেখা গেল একটি ভিখারী সেই দিকেই আসছে। সাধু তাঁর লাঠি বাগিয়ে ধরে ভিখারীর মাথায় ভীষণ এক আঘাত করলেন। সেই আঘাতে ভিখারী মাটিতে পড়ে মরে গেল। আর দেখতে দেখতে সে একটি সোনার কলসী হয়ে গেল!

নাপিত তখনও বেশি দূর যায় নি। সে অবাক হয়ে সাধুর এই কাজ দেখতে লাগল। তারপর সে ভাবল—বাঃ এ তো বেশ মজা! আমিও তো এভাবে একটা সোনার কলসী পেতে পারি।

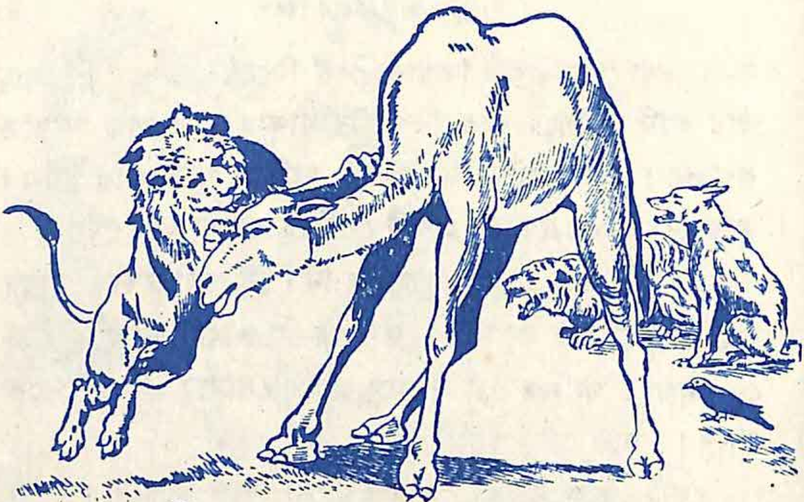
সেই থেকে নাপিত আর কোনো কাজ করে না। সব কাজ ছেড়ে দিয়ে সে সারাটা সকাল একটা লাঠি হাতে তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে—যদি কোনো ভিখারী আসে!

অনেক দিন এভাবে কেটে গেল। একদিন সকালবেলা কোথা থেকে এক ভিখারী তার বাড়ীর কাছে এল। নাপিত দেখে, এই তো সুযোগ। সে আগুপিছু বিচার না ক'রে লাঠি দিয়ে ভিখারীর মাথায় এক ঘা বসিয়ে দিল। বেচারা ভিখারী চিৎকার ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। তার চিৎকার শুনে পাড়ার লোক এসে জড়ো হল।

ভিখারী মারা গেল। নাপিত ভেবেছিল এ ভিখারীটিও সোনার কলসী হয়ে যাবে, কই তা তো হল না!

পাড়ার লোক নাপিতকে ধরে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজামশাই সব শুনে নাপিতের ফাঁসির হুকুম দিলেন।

কিছু না বুঝে বোকার মত অপরের অনুকরণ করতে গেলে বিপদ হয়।



সিংহ আর তার অনুচরেরা

এক বনে এক সিংহ ছিল। সিংহের ছিল তিনজন অনুচর—এক কাক, এক বাঘ, আর এক শিয়াল।

একদিন দল ছেড়ে এক উট এল বনের ভিতর। সিংহের সাথে তার খুব ভাব হয়ে গেল। সিংহ বলল, "তোমার কোনো ভয় নেই, আমি তোমায় অভয় দিলাম। আমার তিনজন অনুচর আছে, আজ থেকে চারজন হল।"

সেই থেকে উটও তাদের সাথে বাস করে।

কিছুকাল পরে একসময়ে বনের ভিতর শিকার আর পাওয়া যায় না। সিংহ শিকার না করলে খাবে কি? তার অনুচর—কাক, বাঘ, শিয়ালেরাই বা কি খাবে? না খেতে পেয়ে তাদের দুঃখের আর সীমা নেই। এদিকে উট আছে সুখে—সে খায় ঘাস, লতা, পাতা, শিকারের ধার সে ধারে না। তাই উটের হিংসায় কাকেরা আর বাঁচে না।

কাক একদিন শিয়াল আর বাঘকে ডেকে চুপিচুপি বলল, "দেখ, না খেতে পেয়ে ক'দিন বাঁচা যায়? এস এক কাজ

করি—সিংহকে বলি যে উটের মাংস হলে আমাদের সবার বেশ ক'দিন চলে যাবে।"

শিয়াল বলল, "সিংহ কি আর তাতে রাজী হবে ? সে যে উটকে অভয় দিয়ে রেখেছে এখন কেমন ক'রে খাবে ?"

কাক বলল, "রেখে দাও ওসব অভয়-টভয় ! খিদের সময় ওসব কিছু নয়। চল যাই সিংহের কাছে।"

কাক, শিয়াল আর বাঘ গেল সিংহের কাছে। গিয়ে বলল, "মহারাজ, খিদের চোটে পেট চোঁ চোঁ করছে। উটটাকে মেরে আপনি খান, আমরাও বাঁচি।"

সিংহ বলল, "ছি ছি ! যাকে অভয় দিয়েছি তাকে কেমন করে মারি !"

কাক বলল, "তার উপায় আমি ক'রে দেব। উট নিজেই যদি তাকে খেতে বলে তবে আর আপনার কোনো দোষ থাকবে না। ঐ দেখুন, সে এদিকেই আসছে।"

উটকে কাছে আসতে দেখে কাক সিংহকে বলল, "মহারাজ, আমরা আপনার চাকর। আমাদের উচিত আপনার খাবার যোগাড় ক'রে দেওয়া। তাই বলছি, আজ আপনি আমায় বধ করে খান।"

সিংহ বলল, "কাকের মাংসে আমার তো পেট ভরবে না।"

তখন শিয়াল বলল, "তা হলে মহারাজ আমায় খান।"

সিংহ বলল, "তুমি আমার বিপদের সাথী, তোমায় তো খেতে পারি না।"

বাঘ বলল, "তবে মহারাজ আমায় খেয়ে জীবন বাঁচান।"

সিংহ বলল, "তা কেমন করে হয়, তুমি যে আমার জাতভাই।"

উট ভাবল ঃ এরা সবাই নিজের জীবন দিয়ে উপকারী

সিংহের জীবন বাঁচাতে চায়, আমিও কেন তাই করি না? তাই অবশেষে উট বলল, "তবে আমার মাংস দিয়েই তোমার জীবন বাঁচাও।"

উটের কথা শেষ হবার সাথে সাথে সিংহ তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল।

অনেক দিন পরে কাক, শিয়াল, বাঘ আর সিংহ পেট ভরে খেল।

খলের সাথে বাস করলে সরল লোকের যে-কোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে।





বক আর বেজি

বিলের ধারে একটা অশথ্ গাছ। সে গাছে থাকে শত শত বক। বকেরা বিলের মাছ খায় আর মনের সুখে অশথ্ গাছের ডালে বাস করে। সুখেই ছিল তারা, তবে আজকাল এক বিপদ দেখা দিয়েছে। কোথা থেকে এক সাপ এসে সেই গাছের তলায় বাসা বেঁধেছে। সময়ে-অসময়ে সে বকের ছানাগুলোকে খেয়ে ফেলে।

বকেরা শত কৌশল ক'রেও সাপকে তাড়াতে পারে না। এমন সময় একটি বুড়ো বক বলল, "ওহে এক কাজ কর তোমরা। বেজি ছাড়া এই কাল সাপকে কেউ তাড়াতে পারবে না। খুঁজে দেখ, কাছাকাছি কোথাও বেজির বাসা আছে কিনা।"

বকেরা বলল, "কি হবে বেজির বাসা দিয়ে ?"

সেই বুড়ো বক বলল, "বিল থেকে ছোট ছোট মাছ ধরে আনবে। বেজির বাসা থেকে আমাদের এই গাছটা অবধি সেই মাছগুলো দেবে ছড়িয়ে। ফলে মাছের লোভে বেজিরা এখানে এসে সাপটাকে ধরে খাবে।"

বকেরা খুশি হয়ে বলল, "বাঃ! খাসা উপায় বের করেছ বুড়ো।" তারপর তারা মাছ এনে বেজির বাসা থেকে অশথ্ গাছের তলা অবধি ছড়িয়ে দিল।

মাছের লোভে একদল বেজি এল। তারা মাছগুলোকে খেয়ে খেয়ে গাছের তলায় এল। এসে দেখে একটা সাপ। বেজিরা সাপটাকে মেরে ফেলল।

পরের দিন বেজিরা মাছের খোঁজে আবার এল অশথ্ গাছের তলায়। সেদিন তারা না পেল মাছ, না পেল কোনো সাপ। এমন সময় শুনতে পেল বকের ছানাদের কিচির-মিচির আওয়াজ। আওয়াজ শুনে তারা অশথ্ গাছে উঠে গিয়ে বকেদের ছানাগুলোকে ধরে ধরে খেল।

বকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলল, "হায় আমাদের পোড়া কপাল! এক আপদকে তাড়াতে গিয়ে আর এক আপদকে ঘরে ডেকে আনলাম।"

কোনো কাজ করবার সময় তার ভাল দিক ও খারাপ দিক—দুইই ভেবে দেখতে হয়।





বামুন আর বেজি

এক গাঁয়ে থাকতেন এক গরীব বামুন। যজমানি ক'রে তিনি সংসার চালাতেন।

একদিন বামনী গেলেন পুকুর ঘাটে। যাবার সময় বলে গেলেন বামুনকে, "আমার ফিরতে দেরী হবে। ছেলেটা ঘুমিয়ে রইল, একটু নজর রেখো।" এই বলে বামনী চলে গেলেন পুকুরে। এদিকে বামনী পুকুরে যাবার একটু পরেই রাজবাড়ী থেকে লোক এল বামুনের কাছে। এখুনি বামুনকে যেতে হবে রাজবাড়ীতে।

বামুন মহা বিপদে পড়লেন। এখুনি যদি রাজবাড়ীতে না যান তবে হয়ত অপর কোনো বামুন এসে রাজার কাছ থেকে দানের জিনিসগুলো নিয়ে যাবে। আবার ছেলেটাকে একা রেখেই বা যাবেন কেমন করে? কি করা যায়? কাকে রেখে যাওয়া যায়? এমন সময় তাঁর মনে পড়ল পোষা বেজিটার কথা।

বেজিটাকেই ছেলের কাছে রেখে বামুন রাজবাড়ীতে চলে গেলেন।

রাজবাড়ীর কাজ সেরে বামুন খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন ঘরে। বামনী তখনো পুকুর ঘাট থেকে ফিরে আসেন নি। ছেলের কথা ভাবতে ভাবতে বামুন যেই দরজার কাছে এসেছেন, অমনি বেজিটা এসে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। বামুন দেখেন, একি বেজির মুখে লাল এসব কি লেগে আছে! বামুন আঁৎকে উঠলেন, তবে কি বেজি আমার ছেলেটাকে খেয়ে ফেলেছে? তারই রক্তের দাগ লেগে রয়েছে ওর মুখে? রাগে দুঃখে দিশেহারা হয়ে বামুন তখনি বেজির মাথায় ভীষণ জোরে লাঠির আঘাত করলেন। সেই আঘাতে বেজি মারা গেল।

বামুন ছুটে গেলেন ঘরে। গিয়ে দেখেন তাঁর ছেলেটি তখনও ঘুমিয়ে রয়েছে, আর তার পাশে একটা সাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে।

বামুনের তখন আর বুঝতে বাকী রইল না যে সাপের হাত থেকে তাঁর ছেলেকে বেজিটাই বাঁচিয়েছে। আর তিনি না বুঝে সেই উপকারী বেজিটাকেই মেরে ফেলেছেন। তাঁর আর আপসোসের সীমা রইল না।

বিচার-বিবেচনা না করে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় কোনো কাজ করতে গেলে পরে আপসোস করতে হয়।





এক বামুন আর তিন শয়তান

এক বামুন গিয়েছিলেন দূর গাঁয়ে বেড়াতে। গাঁয়ের লোকেরা বামুনকে একটা ছোট পাঁঠা উপহার দিয়েছিল।

সেই দূর গাঁ থেকে নিজের গাঁয়ে ফিরবার সময় বামুন পাঁঠাটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে রওনা হলেন। ছোট পাঁঠা, এতদূরের পথ হাঁটতে পারে না, তাই বামুন তাকে কাঁধে ক'রে নিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে বামুন গাঁ ছেড়ে মাঠের পথে এসে পড়লেন।

এদিকে পথের ধারে বসে ছিল তিনটি শয়তান। মানুষ ঠকিয়ে জিনিস নিয়ে নেওয়া এদের কাজ। এখন, বামুনকে একটা পাঁঠা কাঁধে নিয়ে আসতে দেখে তারা ঠিক করল— বামুনকে ঠকিয়ে ঐ পাঁঠার মাংস তারা খাবে। এই ভেবে একটি শয়তান সেইখানেই বসে রইল, অপর দু'জন দূরে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

বামুনকে কাছে আসতে দেখে শয়তানটি বলল, "ঠাকুর-মশাই, কুকুরটাকে কাঁধে নিয়ে কোথায় চলেছেন?"

বামুন রেগে বললেন, "তুই কানা নাকি, দেখতে পাস্ না ? ছাগলছানাকে কুকুর বলছিস !"

শয়তান হেসে বলল, "ছাগল নয়, কুকুর, কুকুর-ছানা !"

বামুন তার কথায় কান না দিয়ে হন হন ক'রে চলে গেলেন।

কিছুদূর যেতে-না-যেতে আর এক শয়তানের সাথে দেখা। সে বলল, "ঠাকুর মশায়ের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ? আমি তো কোনো দিন বামুন ঠাকুরকে কুকুর কাঁধে ক'রে নিতে দেখি নি।"

বামুন অবাক হয়ে বললেন, "কুকুর ?"

শয়তান বলল, "হাঁ ঠাকুরমশাই, একটা কালো কুকুর।"

বামুন ভাবলেন ঃ তাই তো। এরা বলে কি ! কাঁধ থেকে পাঁঠাটাকে নামিয়ে তিনি বার বার দেখতে লাগলেন ঃ তবে কি এটা কুকুরই ? নাঃ, এটা একটা পাঁঠা। আবার ওকে কাঁধে তুলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন।

আবার কিছুদূর গিয়েছেন, এমন সময় আর একটি শয়তানের সঙ্গে দেখা হল। সে-ও একই কথা বলল। বলল, "ছি ছি, ঠাকুর মশায়, কুকুরকে কে কবে কাঁধে ক'রে নেয় ?"

এবারে বামুন মনে ভাবলেন যে তাঁরই ভুল হয়েছে। নইলে তিন-তিনজন লোকে একই কথা বলবে কেন ? তাড়াতাড়ি তিনি পাঁঠাটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে দিয়ে একটা পুকুরে চান করে বাড়ীর পথ ধরলেন।

আর শয়তানেরা মিলে পাঁঠার মাংস মজা ক'রে খেল।

নিজের বিবেচনার উপরে ভরসা না ক'রে পরের কথাকেই ঠিক মনে করলে ঠকতে হয়।



অসতের সাথে থাকার বিপদ

গরমের দিন।

এক পথিক দুপুর রোদে অনেক হাঁটাহাঁটি ক'রে হাঁপিয়ে উঠল। এমন সময় পথের ধারে একটা ঝাঁকড়া গাছ দেখে পথিক তার ছায়ায় গিয়ে বসল। আঃ! কি চমৎকার ফুরফুরে বাতাস! পথিকের গা যেন জুড়িয়ে গেল! ঘুমে তার চোখের পাতা এল বুজে। খানিক বাদে সে ঘুমিয়েই পড়ল।

ঝাঁকড়া গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়ল পথিকের ঠিক মুখের উপর। পথিকের খুবই অসুবিধে হতে লাগল।

সেই গাছে থাকত একটা হাঁস আর একটা কাক। হাঁসটা ছিল যেমন সৎ, কাকটা ছিল তেমনি অসৎ। হাঁসটা লোকের উপকার করত, কারও অপকার করত না, আর কাকটা কেবল হাঁসের হিংসায় মরত।

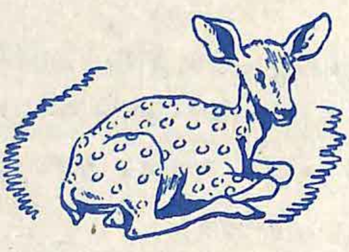
পথিকের মুখের উপর রোদ পড়ছে দেখে সেই দয়ালু

হাঁসটার বড় দয়া হল। সে ভাবল ঃ আহা! বেচারা পথিক রোদের তাপের ঘুমুতে পারছে না! আমাদের গাছের তলায় যখন সে শুয়েছে তখন আমরা দেখব যেন তার কোনো অসুবিধে না হয়। এই ভেবে সে তার পাখা মেলে দিয়ে রোদটাকে আড়াল ক'রে দিল। পথিক সুখে নাক ডাকিয়ে ঘুমাতে লাগল।

এ সব দেখে অসৎ কাকটা মনে মনে ভাবল ঃ এই পথিকের পাশে দেখছি তীর-ধনুক রয়েছে। বোধ হয় এ কোনও শিকারী। এর আবার উপকার করা কেন! তাছাড়া হাঁসের উপর তার ছিল বড় হিংসা। তাই সেই কাক পথিকের মুখে মলত্যাগ ক'রে উড়ে পালিয়ে গেল।

পথিক তখুনি জেগে উঠল। জেগে উঠে কাককে দেখতে পেল না, দেখল তার মাথার উপর পাখা মেলে বসে আছে একটা হাঁস। পথিক মনে করল বুঝি এই হাঁসটাই তার মুখে মল ফেলেছে। তাই রেগে গিয়ে পথিক হাঁসের বুকে একটা তীর ছুঁড়ে মারল। হাঁস মরে গেল।

অসতের সাথে থাকলেও অনেক সময় সৎ লোক বিপদে পড়ে।





ধোপার গাধা

ধোপার গাধা। সে সারাদিন মোট বয়, খাটুনির কাজ করে। তবু যত কাজ সে করে তত সে খেতে পায় না। না খেতে পেয়ে সে বড় কাহিল হয়ে পড়ল।

ধোপা বেচারাও বড় গরীব। গাধাটাকে পেট ভরে খাবার সে দিতে পারত না। সে ভাবত ঃ হায়, খেতে না পেয়ে গাধাটা যদি মরেই যায় তবে আমার মোট বইবে কে? তখন আমার কাজ করাও আর চলবে না, না খেতে পেয়ে ছেলেপুলে নিয়ে আমিও মারা যাব।

একদিন ধোপা একটা চমৎকার মতলব আঁটল ঃ কোথা থেকে সে একটা বাঘের চামড়া জোগাড় ক'রে আনল। রাতের বেলায় সেই চামড়াটা সে গাধার গায়ে পরিয়ে দিয়ে তাকে চাষীদের ফসলের জমিতে ছেড়ে দিল। ধোপা বলল, "তোকে বাঘের পোশাকে বেশ মানায়। আমার যা করবার আমি করেছি, এখন পারিস তো চালাকি ক'রে ক'দিন পেট পুরে খেয়ে নে।"

ধোপার কথা গাধাটা বুঝতে পেরেছিল কি না কে

জানে ? তবে সেই থেকে রোজ রাতে সে গিয়ে চাষীদের ফসল খেয়ে আসত। আর চাষীরা তাকে বাঘ মনে ক'রে দূরে পালিয়ে যেত। এভাবেই কেটে গেল কিছু দিন।

রোগা গাধাটা আবার মোটাসোটা হয়ে উঠল।

একদিন এক চাষীর মনে হল—এ কেমন কথা ? বাঘে কখনও ফসলের গাছ খায় ? দেখতে হবে এর ভিতর কি আছে।

এক রাতে সেই চাষী হাতে তীর-ধনুক নিয়ে একটা মেটে ছাই রঙের কাঁথা মুড়ি দিয়ে ফসলের জমির আড়ালে লুকিয়ে রইল।

এদিকে বাঘের-পোশাক-পরা ধোপার সেই গাধাটা গুটি গুটি সেদিকেই এল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল কাঁথা-মুড়ি দেওয়া চাষীটার দিকে। তার মনে হল বুঝি অপর একটি গাধা সেখানে শুয়ে আছে। জাত-ভাইকে দেখে খুশিতে তার মন ভরে উঠল ; বিকট গলায় সে ডেকে উঠল।

চাষীর তখন বুঝতে বাকী রইল না যে এ আসলে একটি গাধা, বাঘের চামড়া পরে এসেছে। তখন সে এমন একটা তীর ছুঁড়ল যে তাতেই গাধা মারা গেল। মরবার সময় গাধা বলল, "ছিলাম ভালো, মুখ খুলেই বিপদ হল।"

বোকা যত চুপচাপ থাকে ততই ভাল, মুখ খুললেই তার বোকামি ধরা পড়ে যায়।





বানর আর পাখী

নদীর তীরে ছিল একটা শাল গাছ।

খড়কুটো দিয়ে সেই গাছের ডালে ডালে পাখীরা বাসা বেঁধে থাকত। শীত বল আর বাদল বল—পাখীদের কোনও দুঃখ ছিল না।

একবার বাদলের দিনে খুব ঝড়জল হয়েছিল। সকাল থেকে শুরু হয়ে সারাদিন এক নাগাড়ে তা চলেছিল—এক বারও তার ছেদ নেই, বিরাম নেই। পাখীরা তাই নিজ নিজ বাসায় চুপ ক'রে বসে ছিল। এমন সময় গাছের নীচে কিসের যেন আওয়াজ হল। পাখীরা অনেকে উঁকি মেরে দেখে, গাছের নীচে দাঁড়িয়ে কতকগুলো বানর জলে ভিজছে, আর শীতে হি হি ক'রে কাঁপছে। বানরদের এভাবে ভিজতে দেখে পাখীদের বড় দুঃখ হল। তারা বানরদের ডেকে বলল, "দেখ, আমাদের হাত নেই, তবু আমরা বাসা তৈরি ক'রে কেমন

সুখে আছি, আর তোমাদের দু'দুটো হাত রয়েছে, তবু তোমরা বাসা তৈরি কর না কেন ?"

বানরেরা বলল, "আমাদের যা খুশি আমরা তাই করব। তোদের কি ? সুখে আছিস তো সুখেই থাক।"

পাখীরা বলল, "তবে জলে ভিজে মর। হাত-পা থাকতেও বাসা তৈরি করবে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবে আর শীতে কাঁপবে, এমন বোকা তো আর দেখি নি।"

পাখীদের কথা শুনে বানরদের বড় রাগ হল। তারা বলল, "আমাদের দুঃখ দেখে তামাশা করছ, না ? বেশ, মজাটা টের পাবে জলটা থামলে।"

দিন শেষ হয়ে এল, ঝড়জলও থেমে গেল। তখন বানরেরা তরতর ক'রে গাছে উঠে গেল। তারপর তারা পাখীদের বাসাগুলো সব ভেঙে তছ্‌নছ্‌ ক'রে দিল।

পাখীরা আর কি করে ? তারা আপসোস ক'রে বলল, "হায় ! বোকাদের উপদেশ দেবার ফলটা হাতে হাতেই পেলাম !"

মূর্খকে উপদেশ দিলে কোনও লাভ হয় না, বরং বিপরীত ফল হয়।





মিছে ভয় পেতে নেই

ঠাকুর বাড়ীর পুজোর জিনিস চুরি করে পালায় এক চোর। বনের ভিতর সে যখন গেল, তখন এক বাঘে তার ঘাড় মটকাল। পুজোর জিনিসগুলো সেখানেই ছড়িয়ে পড়ে রইল।

সেই বনে থাকত একদল বানর। বানরেরা পুজোর জিনিসগুলো নিয়ে নিল। একটি বানর নিল পুজোর ঘণ্টাটি। সে কিছুতেই ঘণ্টাখানি হাতছাড়া করত না। যখন সে গাছে গাছে লাফিয়ে বেড়াত তখন ঘণ্টা বাজত—ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্।

বনের পথে যেতে অনেকেই শুনেছে সেই ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ। কিসের আওয়াজ? কেউ তা বুঝতে পারত না।

কিছুদিন পরে রটে গেল যে বনের ভিতর এসেছে এক দানব। সে মানুষ ধরে খায় আর ঘণ্টা বাজায়। দানবের ভয়ে গাঁয়ের লোকেরা গাঁ ছেড়ে রাজধানীতে পালিয়ে গেল। তারা বলল, "রাজামশাই, দানোর ভয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি। আমাদের ঠাঁই দিন।"

রাজা পড়লেন বড় বিপদে! এতগুলো লোককে কোথায় ঠাঁই দেবেন? কেমন করে দানবকে তাড়াবেন?

এমন সময় এল এক বুড়ী। সে নাকি ঝাড়ফুঁক তুকতাক জানত। সেই বুড়ী বলল, "রাজামশাই আমায় যদি হাজার টাকা দেন, তবে আমি দানোকে বশ করতে পারি।" রাজা বললেন, "তাই নাকি! তবে আর দেরী নয়, এই নাও টাকা। দানোর হাত থেকে আমায় বাঁচাও।"

বুড়ী তখন লোক দেখাবার জন্য গণেশ-পুজো করল, মাটিতে কত কি ছক কাটল, বিড়বিড় ক'রে কি সব বলল, তারপর ফলমূল নিয়ে বনের ভিতর গেল।

বনের ভিতর বুড়ীর হাতে এত ফলমূল দেখে চারদিক থেকে বানরেরা ছুটে এল। বুড়ী দেখে একটা বানরের হাতে একটি ঘণ্টা। বুড়ী তখন বুঝতে পারল যে এই ঘণ্টার আওয়াজকেই লোকে দানবের ঠুন্ ঠুন্ আওয়াজ বলত। কলার লোভ দেখিয়ে বুড়ী দানবের হাত থেকে ঘণ্টাটি নিয়ে নিল ও মনে মনে বলল: বোকারা ভয়ের কারণ না জেনেই ভয় পায়, তাই তো আমি হাজার টাকা রোজগার করতে পেরেছি।

ভয় পেলেই ভয় পেয়ে বসে, সাহস ক'রে তার সামনে এসে দাঁড়ালে তখনি ভয় দূর হয়ে যায়।





সিংহ, ইঁদুর আর বিড়াল

পাহাড়ের গুহায় বাস করত এক সিংহ।

এই সিংহ ছিল খুব তেজী আর রাগী। তার ভয়ে বনের বড় বড় পশুরাও সেই পাহাড়ের ধারে আসত না। সিংহের নজরে পড়লেই জীবনটা যেত।

এ হেন সিংহও একবার খুব বিপদে পড়েছিল। সে যখন গুহার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন একটা নেংটি ইঁদুর এসে তার কেশর কেটে দিত। কিছুতেই সিংহ এই ইঁদুরটাকে ধরতে পারে না, আর ইঁদুরের ভয়ে ঘুমাতেও পারে না।

একদিন সে মনে মনে বলল ঃ কত বাঘ হাতী আমার ভয়ে কাঁপে, আর এই ইঁদুরটার কি সাহস, আমার কেশর কেটে দেয় রোজ রোজ! এ এত ছোট যে আমি একে ধরতে পারব না। একে ধরতে হলে এর মত ছোট কাউকে চাই।

একদিন সেই সিংহ কোথা থেকে একটা বিড়াল নিয়ে এল। বিড়ালটাকে গুহার ভিতর রেখে দিয়ে মাংস খেতে দিল। এখন বিড়ালের ভয়ে ইঁদুর তো আর আসে না। সিংহ তাই আরামে ঘুমাতে পারে।

আবার যখন ইঁদুরের চিক্‌চিক্ আওয়াজ শোনা যায় তখনই সিংহ বিড়ালকে ভালো খেতে দেয়। বিড়ালও ইঁদুরকে গুহায় আসতে দেয় না।

কিছুদিন এভাবেই কাটল। এখন বিড়াল একদিন লোভে পড়ে ইঁদুরটাকে ধরে খেয়ে ফেলল। সিংহ তার খোঁজ রাখে না। একদিন সিংহ মনে মনে ভাবল ঃ আজকাল তো আর ইঁদুরের আওয়াজ শুনি না, বোধ হয় বিড়ালে ইঁদুরটাকে খেয়ে ফেলেছে। যাক্, বাঁচা গেল! এখন আর বিড়ালটার কোনো কাজ নেই। একে আর এক টুকরো মাংসও খেতে দেব না।

এখন থেকে সিংহ আর বিড়ালকে খেতে দেয় না। না খেতে পেয়ে বিড়ালও বড় কাহিল হয়ে পড়ল। সে তখন ভাবল, ইঁদুরটাকে খেয়েই ভুল করেছি, কাজ ফুরিয়ে গেছে, তাই সিংহ আর খেতে দেয় না। যতদিন ইঁদুরটা বেঁচে ছিল ততদিন আমার খুব আদর ছিল। অতি লোভ করেই আজ আমার এই দশা।

অতি লোভ ভালো নয়—তা শেষে দুঃখের কারণ হয়।





খরগোশ ও সিংহ

এক বনে ছিল এক সিংহ। সে ছিল পশুদের রাজা। রাজা হলে কি হয়, সে ছিল বড় বদমেজাজী। যখন-তখন কারণে-অকারণে সে পশুদের বধ করত।

পশুরা মিলে একদিন তার কাছে গিয়ে বলল, "মহারাজ, আপনি যদি এভাবে আমাদের মেরে ফেলেন, তবে আর এ-বনে একটি পশুও থাকবে না। তখন আপনি কি খাবেন ? তার চেয়ে আমরা রোজ পালা ক'রে এক-একটি পশু আপনার কাছে পাঠাব। আপনি তাকে খাবেন।"

সিংহ ভেবে দেখল, কথাটা ভালোই। রোজ রোজ খাবারের খোঁজে খোঁজে হয়রান হবার চেয়ে এ বেশ ভালোই হবে। গুহায় বসেই সুখে দিন কেটে যাবে। তাই সে রাজী হয়ে গেল।

এইভাবে দিন যায়।

একদিন এল এক খরগোশের পালা। আজ এই খরগোশকে গুহাতে যেতে হবে, সিংহ তাকে ধরে খাবে। ভয়ে খরগোশের বুক শুকিয়ে গেল। তবু নিয়ম যখন হয়েছে তখন তাকে যেতেই হবে, আর কোনও উপায় নেই।

সিংহের গুহার দিকে যেতে যেতে খরগোশ ভাবল : তাড়াতাড়ি গিয়ে কি লাভ ? সিংহ তো আর আমায় আদর করবে না, ধরে খাবে। তাই ধীরে ধীরে যেতে লাগল। এভাবে যেতে যেতে খরগোশ যখন সিংহের গুহায় পৌঁছল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। এদিকে বসে থেকে থেকে সিংহের খুব খিদে পেয়েছিল। এমন সময় খরগোশকে আসতে দেখে সিংহ রাগে ফেটে পড়ল—এতটুকু একটা খরগোশ খেয়ে পেট ভরবে নাকি ?

সিংহ চীৎকার করে বলল, "এত দেরী হল কেন, বল্।"

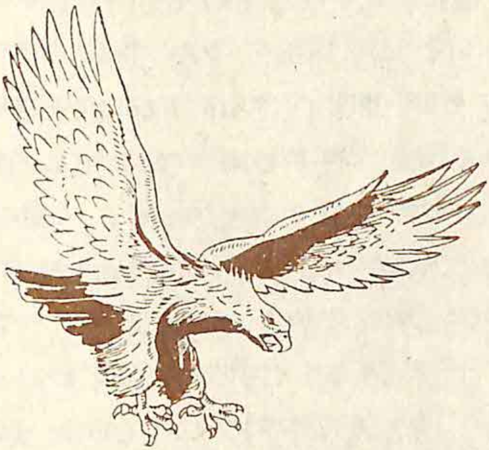
খরগোশ একটা মতলব ঠিক ক'রে রেখেছিল। তাই সে হাত জোড় ক'রে বলল, "মহারাজ, আমার কোন দোষ নেই। পথে আর একটি সিংহ আমায় ধরে রেখেছিল। সে বলল যে সে-ই নাকি আমাদের রাজা। সে আমায় খেতে চাইল। আমি তাকে কথা দিয়েছি যে আপনাকে খবরটা দিয়েই আবার তার কাছে ফিরে যাব।"

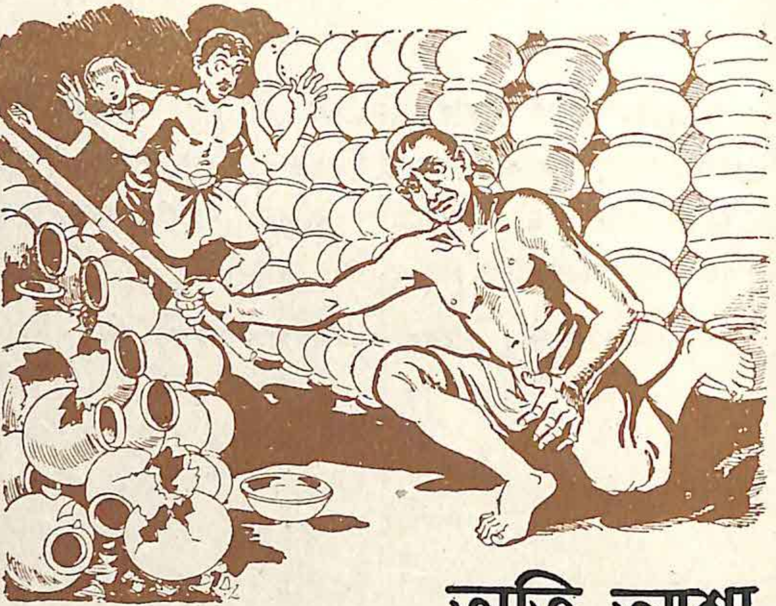
কেশর ফুলিয়ে, দাঁত কড়মড় ক'রে সিংহ বলল, "কি, এতদূর সাহস! কোথায় সে হতভাগা সিংহ! আমায় সেখানে নিয়ে চল্।"

বনের মাঝে ছিল একটা পাতকূয়ো। খরগোশ তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল সেই কূয়োর কাছে। গিয়ে বলল, "দেখুন মহারাজ, আপনাকে দেখে সে এখানে লুকিয়েছে।"

কূয়োর জলে পড়েছিল সিংহের ছায়া। সে তাকেই আর একটি সিংহ মনে করে কূয়োর ভিতর লাফিয়ে পড়ল। আর উঠতে পারল না। খরগোশ নাচতে নাচতে ঘরে এসে সবাইকে খবরটা দিল।

কৌশলই বড় বল। যার কৌশল জানা আছে তার বলও আছে।





অতি আশা

এক ছিল বামুন। গরীব বামুন। দিন আনে দিন খায়। এমনি তার হাল। বামুন দিনরাত ভাবে ঃ কেমন ক'রে কিছু পয়সা-কড়ি রোজগার ক'রে সুখে দিন কাটাবে।

একদিন এই বামুন গেল দূরের গাঁয়ে পুজো করতে। পুজো ক'রে বামুন পেল এক শরা ছাতু। গরীব বামুন—এক শরা ছাতু পেয়েই মহাখুশি। বিকেলবেলা বামুন নিজের গাঁয়ের দিকে ফিরে চলল। যেতে যেতে পথেই রাত হয়ে গেল। তাই বামুন এক বাড়ীতে অতিথি হল।

বাড়ীটা ছিল এক কুমোরের। বেচারা কুমোরের তো আর বেশি ঘর নেই, তাই সে তার হাঁড়িকুড়িগুলোর পাশে একটু ঠাঁই ক'রে দিল। বামুন সেখানেই শুয়ে পড়ল। শোবার সময় ছাতুর শরাটা সে তার মাথার কাছেই রাখল। আর পাছে ইঁদুরে ছাতু খেয়ে যায় সেই ভয়ে একটা মোটা লাঠি নিয়ে নিল হাতে।

বামুনের আজ আর ঘুম পায় না। সে ভাবছে ঃ কাল

সকালে এই এক শরা ছাতু বেচে ফেলব, তাতে যদি দশকড়া কড়িও পাই তাই দিয়ে এই কুমোরের কাছ থেকে কিনব কিছু ঘট আর শরা। হাটে নিয়ে ঘট-শরা বেচে কিছু লাভ পাব। লাভের পয়সা দিয়ে কিনব সুপারী-নারকেল। এগুলো আবার আর এক হাটে বেচব বেশি দামে। বেশ দু'পয়সা লাভ হবে। সেই লাভের পয়সা দিয়ে করব কাপড়-চোপড়ের কারবার—কাপড়ের কারবারে অনেক লাভ। শত শত টাকা রোজগার হবে। তখন পায়ের উপর পা দিয়ে বসে বসে খাব। আর, চাই কি, মনে করলে চার-চারটে বিয়ে করব। চার বউ কখনও মিলে-মিশে থাকবে না। ওরা দিনরাত ঝগড়া করবে। আমি তখন লাঠি নিয়ে এমনি ক'রে ওদের পেটাব।—ভাবতে ভাবতে বামুন হাতের লাঠি-গাছটা তুলে এমন ছুঁড়ে মারল যে কুমোরের বহু হাঁড়ি-কলসী ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

আওয়াজ শুনে কুমোর এল ছুটে, বলল, উপকারের এই কি প্রতিদান! সে বামুনকে সেই রাতেই বাড়ী থেকে চলে যেতে বলল।

অতি আশা করলে দুঃখ পেতে হয়; যা এখনও হয়নি তার বিষয়ে অধিক ভাবা উচিত নয়।





কাক আর তিতির

পাখীদের রাজা গরুড়। একবার গরুড় চলেছেন বিদেশে, সঙ্গে চলেছে পাখীরা সব।

সব পাখী সমান উড়তে পারে না। তাই এক তিতির পড়ে গেল খুব পেছনে। এমন সময় এল একটা কাক। কাক বলল, তুমি একা একা যাবে—তার চেয়ে চল আমার সাথে। তিতির ভাবল ঃ একা যাওয়ার চেয়ে একজন সাথী পেলে ভালোই হবে। তাই তিতির চলল কাকের সঙ্গে।

এদিকে এক গোয়ালা চলছিল দই-এর হাঁড়ি মাথায় নিয়ে। দই দেখে কাকের বড় লোভ হল। সে গিয়ে হাঁড়ির উপর বসে মনের সুখে দই খেতে লাগল। হঠাৎ কেমন ক'রে গোয়ালা টের পেয়ে গেল! সে হাঁড়ি নামিয়ে উপর দিকে চেয়ে কাক আর তিতিরকে দেখতে পেল। "ওরে হতভাগা কাক ঃ তুই আমার দইয়ে মুখ দিয়েছিস, এবার মর।" —এই বলে সে একটা ঢিল ছুঁড়ে মারল।

কাক বড় চালাক। আর সে উড়তেও পারে খুব, তাই সে উড়ে গেল দূরে।

তিতির ভালো উড়তে পারে না, ঢিলটি গিয়ে লাগল তিতিরের মাথায়। তখনি সে মরে গেল।

অসতের সাথে থাকলেও বিপদ হয়।



ছোটদের মনভোলানো বত্রিশটি 'হিতোপদেশ'-এর গল্প নিয়ে পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী সহজ ভাষায় অপূর্ব দক্ষতায় এই সংকলনটি সাজিয়েছেন। পায়রা, ইঁদুর, হাতী, বাঘ, হরিণ, কাক, শেয়ালের গল্পগুলি পড়তে শুরু করলে শেষ না করে থামাই যাবে না। যুক্তাক্ষর বর্জিত ছোট ছোট বাক্যে লেখা গল্পগুলির প্রত্যেকটির সঙ্গে আছে চমৎকার সব রঙিন ছবি।

ওরিয়েন্ট লংম্যান

Chakraborty : Chhotoder Hitopodesher Galpo Rs. 10.00

ISBN 0 00121 028 9